ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 April 2019 ■ আগরতলা, ১৮ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ৪ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভোট পরিস্থিতির তথ্যে অমিল থাকায় সিইও এবং পঃ রিটার্নিং অফিসারের কাছে জবাব চাইল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। ভোট পরিস্থিতির তথ্যে অমিল থাকায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক এবং পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসারের কাছে জবাব চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, পশ্চিম আসনে ভোটে প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরিতে থাকা তথ্যের সাথে বাস্তবের অনেকটাই ফারাক নজরে এসেছে কমিশনের। তাই, কমিশন জবাব তলব করেছে।

পশ্চিম আসনে ভোট শেষ হওয়ার পর রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক শ্রীরাম তরুণীকান্তি, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাপ্ত হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন। ভোট শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পশ্চিম আসনে কোনও গন্ডগোলের খবর জানাননি। কিন্তু, মঙ্গলবার পূর্ব আসনে ভোট পিছিয়ে দেওয়ার ঘোষণা হতেই তিনি পশ্চিম আসনেও ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সূত্রের খবর, তথ্যের এই ফারাক নির্বাচন কমিশনেরও নজরে এসেছে। বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং গোয়েন্দা রিপোর্ট রাজ্যের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে আঙুল তুলেছে।

মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, পূর্ব আসনে ভোট পিছিয়ে দেওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা। পূর্ব আসনে ভোট পিছিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক নির্বাচন কমিশনকে সুপারিশ করেছে। গোয়েন্দা রিপোর্টও একই কথা বলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাচন কমিশনের সন্দেহ হয়েছে পশ্চিম আসনেও ভোট প্রক্রিয়ায় গলদ রয়েছে, এমনটাই দাবি সূত্রের।

রাজ্যে বিভিন্ন বুথে ওয়েব কাস্টিং এবং ভিডিও গ্রাফির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে ভোট নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পশ্চিম আসনে অধিকাংশ বুথ এই নজরদারির আওতায় ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, ভোট প্রক্রিয়ায় গন্ডগোল হয়ে থাকলে তা কারও নজরে আসেনি কেন? সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক পশ্চিম আসনে বক্সনগরে একটি বুথে পুনঃ ভোটের সুপারিশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, ৮০০ বুথে ওয়েব কাস্টিং এবং ভিডিও গ্রাফির ফুটেজ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

পশ্চিম আসনে ভোট শেষ হওয়ার পর প্রিসাইডিং অফিসাররা তাদের ডায়েরিতে ভোট সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট নথিভুক্ত করে এআরওদের কাছে বন্ধ খামে ওই ডায়েরি জমা দিয়েছেন। ভোট প্রক্রিয়ায় কোনও গন্ডগোল হয়ে থাকলে ওই ডায়েরিতে তা উল্লেখ থাকার কথা। কিন্তু, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক এবং পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্টে ভোট প্রক্রিয়ায় অসংলগ্নতা রয়েছে বলে কোনও রিপোর্টের বিষয়ে জানান নি। এই রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনেও গিয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতির সাথে প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরির রিপোর্টের মিল খুঁজে পাচ্ছে না নির্বাচন কমিশন, সূত্র অনুসারে তা জানা গেছে। এই অমিল নানা সন্দেহ তৈরি করেছে।

সূত্রের খবর, পশ্চিম আসনে ভোট প্রক্রিয়ায় গন্ডগোলের বিষয়ে বিভিন্ন ফুটেজ কমিশন ওয়াটসঅ্যাপ এবং ফেইসবুক থেকে সংগ্রহ করেছে। এই সমস্ত বিষয় রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনী ব্যয় সীমা অতিক্রম পূর্ব আসনে বিজেপি প্রার্থীর, নোটিশ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। নির্বাচনী ব্যয়সীমা অতিক্রম হওয়ায় পূর্ব আসনে বিজেপি প্রার্থী রেবতি কুমার ত্রিপুরাকে নোটিশ পাঠিয়েছে রিটার্নিং অফিসার তথা ধলাই জেলা শাসক বিকাশ সিং। কমিশনের নির্দেশিকা মোতাবেক, প্রত্যেক প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়সীমা ৭০ লক্ষ টাকা। বিজেপি প্রার্থীর ওই সীমা অতিক্রম হয়েছে বলে তাকে নোটিশ পাঠিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার। অবশ্য, এই নোটিশ সম্পর্কে বিজেপি প্রার্থী জানিয়েছেন এখনও পর্যন্ত এমন কোনও নোটিশ পায়নি। এবিষয়ে বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, পূর্ব আসনের রিটার্নিং অফিসার এমন কোনও নোটিশ জারি করলে বিজেপি প্রার্থী রেবতি কুমার ত্রিপুরা নিশ্চয় এর জবাব দেবেন। তাঁর মতে, নির্বাচনী খরচের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক জিনিস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে থাকতে হলে সরকার থেকে বেরিয়ে যেতে আইপিএফটিকে বার্তা সুনীল দেওধরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। তিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে জোটে থাকা যাবে না। এই দাবি নিয়ে থাকতে হলে সরকার থেকে বেরিয়ে যান। আইপিএফটিকে কড়া বার্তা দিলেন বিজেপি প্রভারী সুনীল দেওধর। তাঁর সাফ কথা, বিজেপি কখনই তিপ্রাল্যান্ডের দাবিকে সমর্থন করবে না।

ত্রিপুরায় নির্বাচনী প্রচার জোরকদমে চলছে। ত্রিপুরা পূর্ব আসনে বিজেপি প্রার্থী রেবতি কুমার ত্রিপুরার সমর্থণে প্রচারে অংশ নিয়েছেন দলের প্রভারী সুনীল দেওধর। ধলাই জেলার রইশ্যাবাড়ীতে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুনীল দেওধর বলেন, বিধানসভা নির্বাচনে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচীর অন্তর্গত বিজেপি-আইপিএফটি জোট হয়েছিল। তাতে, তিপ্রাল্যান্ডের কোন স্থান ছিল না। বিজেপি-আইপিএফটি উভয় দল তখন তিপ্রাল্যান্ডের দাবিকে বাদ দিয়েই বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়েছিল। রাজ্যবাসী এই জোটকে সমর্থণও করেছেন।

তাঁর কথায়, বিজেপি বিভাজনে বিশ্বাস রাখে না। রাজ্যভাগ তাই কোনভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। তাঁর বক্তব্য, জনজাতিদের আর্থ, সামাজিক, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষার উন্নয়নে বিজেপি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবাদ। আইপিএফটিও চাইছে জনজাতিদের উন্নয়ন হোক। তাই, তাঁদের দাবি মেনে জনজাতিদের আর্থ, সামাজিক, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষার উন্নয়নে মর্ডালিটি কমিটি গঠন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রাক্ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবেই কেন্দ্রীয় সরকার এই কমিটি গঠন করেছে। তবুও আইপিএফটি তিপ্রাল্যান্ডের দাবি থেকে সরছে না।

তাঁর সাফ কথা, তিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে জোটে থাকা যাবে না। আইপিএফটি তিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে থাকতে চাইলে সরকার থেকে বেরিয়ে যাক। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরটিআই আবেদনপত্র হাফিজ করে দেয়ায় এক পুর কর্মীর চাকুরী খতম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। আরটিআইর আবেদনপত্র হাফিজ করে দেয়ার কারণে আগরতলা পুর নিগমের এক কর্মচারীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি আগরতলা পুর নিগমের আরটিআই এর ড্রিলিং এসিসটেন্ট ইসমাইল মিয়া। আগরতলা পুর নিগমের প্রথম আপিলেট অথরিটি শৈলেস যাদব এই বরখাস্তের আদেশ দিয়েছেন।

গত ১০ই এপ্রিল বিকাল চারটায় আগরতলা পুর নিগমের প্রথম আপিলেট অথরিটিতে প্রথম আপিলের শুনানি চলে। শুনানি কালে শৈলেশ যাদব, ইসমাইল মিয়া নামক এক কর্মচারীকে বরখাস্তের নির্দেশ দিলেন। কারণ, এএমসি'র জনতথ্য আধিকারিক, অরুণ রায় ২০১৯ সালের ২১ জানুয়ারি এক আরটিআই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন তথ্য সরবরাহ করেননি। কারণ, ইসমাইল নামের ঐ কর্মচারী ঐ দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্যের অভিযোগপত্রটি এবং প্রমাণ লোপাট করে দিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত এক সহকর্মীকে বাঁচাতে চেয়েছিল। আর এতেই তিনি ফেঁসে গেল।

শৈলেশ যাদব সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা বলেন। কিন্তু এদিন তাকে রাজধর্ম পালন করতে দেখা গেল। শুনানি চলার সময়ে তিনি ডেপুটি কমিশনার, অরুণ রায়কে নির্দেশ দেন যে আজই তিনি ইসমাইলের বরখাস্তের আদেশে স্বাক্ষর করবেন। শুনানি শেষে অরুণ বাবু হেড ক্লার্ককে ডেকে এনে নির্দেশ দিয়েছেন ফাইলে নোট দিয়ে যাদব সাহেবের নিকট পাঠাতে এবং ঘটনার তদন্ত করতে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ২০০৫ সালে জগহরিমুড়ার ৩১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৌতম সাহার স্ত্রী তনুশ্রী সাহার নামে একটি এওয়াই ঘর অনুমোদন দেয় আগরতলা পৌর সভা। অনুরূপভাবে ২০১৭ সালে আবার তনুশ্রীকে অবৈধ ভাবে ঘর দিয়ে দেয় কাউন্সিলার মায়া রানী সাহা। এই দর্নুীতির বিরুদ্ধে এডভোকেট চন্ডীদাস ভট্টাচার্য গত ২৬.১১.২০১১ তারিখে পৌর কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন যার নম্বর ছিল ৭৮৬১। এই অভিযোগ হাপিজ করে দেওয়ার কারণে কমিশনার কোন কিছু করতে পারেননি। এরপর চন্ডিবাবু ২১.০১.২০১৯ তারিখে আরটিআই করে জানতে চান যে তার অভিযোগপত্রটির বিষয়ে একশান টেকেন রিপোর্ট সরবরাহ করতে। আরটিআইএর আবেদনটিও ইসমাইল মিয়া হাপিজ করে দেওয়ার কারণে চন্ডিবাবু কোনও উত্তর পাননি বলে জানা গেছে। ১০.০৪.২০১৯ তারিখে চন্ডিবাবুর আপিলের শুনানির দিনে এই বিষয়টি সামনে আসে ফলে ইসমাইলকে বরখাস্ত করেন কমিশনার শৈলেশ যাদব। এডভোকেট চন্ডিদাস ভট্টাচার্য্যের পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আরটিআই এক্টিভিস্ট রানা প্রতাপ ভৌমিক।

১০ রাজ্যে ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব মৃত্যু ৪০ ছাড়িয়ে

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.)।। প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, একইসঙ্গে বজ্রাঘাতে বিপর্যস্ত মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসম ও মণিপুরঊ বিগত দু'দিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশেই প্রাণ হারিয়েছেন অন্ততপক্ষে ১৫ জনঊ রাজস্থানের বিভিন্ন প্রান্তে ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবে এখনও পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও পশ্চিম ভারতের রাজ্য গুজরাটে বিগত ৪৮ ঘন্টায় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মণিপুরেও বিগত ৪৮ ঘন্টায় মহিলা-সহ ৩ জনের মৃত্যু, মহারাষ্ট্রের নাসিকে বজ্রাঘাতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ এছাড়াও পঞ্জাবে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও অসমে ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ : অসময়ের বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতে মধ্যপ্রদেশে অকালেই প্রাণ হারিয়েছেন ১৫ জন। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবে আহতের সংখ্য প্রচুর। প্রশাসন সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতের ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, ধার এবং শাজাপুরে ৩ জন করে প্রাণ হারিয়েছেনঊ রতলামে দু'জনের মৃত্যু হয়েছেঊ এছাড়াও আলিরাজপুর, রাজগড়, সেহোর এবং ছিন্দওয়ারা জেলায় একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন। পুলিশ সুপার (এসপি) বীরেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, ধার জেলার পিপাল্লা এবং দহি গ্রামে বজ্রাঘাতে দু'টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মালপুরা গ্রামে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে এক বছরের একটি শিশুর এবং ৩ জন আহত হয়েছেন। এছাড়াও ইন্দোরের হাটোদ এলাকায় ঝড়-বৃষ্টির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয় দিনে তিন পাচারকারী সহ প্রচুর পাচার সামগ্রী আটক করেছে বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। নির্বাচনী পরিবেশে পাচারকারীরাও যথেষ্ট সক্রিয়। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বিএসএফ'র ধারাবাহিক অভিযানে উদ্ধার প্রচুর পাচার সামগ্রী আটকের ঘটনায়। ১১ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ত্রিপুরায় বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় অভিযানে বিএসএফ ১৬টি গবাদী পশু, ৪৬.৯ কেজি গাঁজা ২৫৮৪ কেজি চা উদ্ধার করেছে। মঙ্গলবার পাচারের সময় ১১ কেজি গাজা, একটি মোবাইল সহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফ। তাতে, স্পষ্ট নির্বাচনী ডামাঢোলে পাচারকারীরাও নিজেদের গতিবিধি বন্ধ রাখেনি। সারা ত্রিপুরায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন সত্বেও ক্রমাগত পাচার চলছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনৈক আধিকারীক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নিদয়া সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচারের খবর পাওয়া গিয়েছিল। পিলার নং ২১০৩/১৩এস সংলগ্ন কাটাতারের বেড়া কেঁটে পাচারকারীরা সীমান্তের ওপারে পাচার সামগ্রী পৌছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিএসএফ জওয়ানরা সেখানে ছুটে যান। কাঁটাতারের বেড়ার কাছাকাছি যেতেই পাচারকারীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলে। কিন্তু বিএসএফ জওয়ানরা তাদের প্রতিরোধ বেধ করে একজন ভারতীয় পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। বাকি পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ওই আধিকারীক জানিয়েছেন, ধৃত পাচারকারীর পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। তার নাম ওয়াসিম আক্রম(২৫)। সিপাহীজলা জেলার কাঞ্চিগঞ্জতুলা এলাকার বাসিন্দা সে। বিএসএফ তার সাথে ১১ কেজি গাঁজা এবং মোবাইল আটক করেছে। পরে তাকে যাত্রাপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিএসএফ আধিকারীকের দাবি, সীমান্তে কড়া পাহাড়া দিচ্ছেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। তাই, প্রচুর পরিমানে গাঁজা, ফেন্সিডিল, গবাদি পশু, চা, কাপড় ইত্যাদি ক্রমাগত পাচারের সময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের বদল, এডিজি আইন শৃঙ্খলা পদে নিযুক্ত পুনিত রস্তোগি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। অসুস্থতার কারণে ছুটিতে রয়েছেন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিজি আইন শৃঙ্খলার ভি এস যাদব। তাই তাঁর পরিবর্তে পুনিত রাস্তোগিকে ওই দায়িত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার বিভিন্ন অভিযোগের কারণে এডিজি আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব থেকে রাজীব সিংকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন। তাঁর পরিবর্তে ভি এস যাদবকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়ে শ্রীযাদব বর্তমানে হায়দরাবাদে রয়েছেন। তাই নির্বাচন কমিশন পুনিত রস্তোগিকে এডিজি আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব দিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন কল্যাণপুরে পাঁচ দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে পুলিশ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গেছে, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনকারীদের আটক করতে গিয়ে মঙ্গলবার রাতে কল্যাণপুর থানার এসআই গোবিন্দ দাস আহত হয়েছেন। ওই দুষ্কৃতিদের মধ্যে পাঁচ জনকে আজ পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে কল্যাণপুর এলাকায় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি ভোটারদের ভোট না দেওয়ার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন করছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গেলে ওই দুষ্কৃতিরা পুলিশের উপর আক্রমণ করে। তাতে এসআই গোবিন্দ দাস আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় বুধবার কল্যাণপুর থানার পুলিশ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩৩২ ও ৩৫৩ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, আজ তাদের আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত ওই পাঁচ জনকে জেল হেপাজতে পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকালে খোয়াইতে বেশ কয়েকটি বাড়ির দরজায় মুরগির ছিন্ন মস্তক সহ হুমকি চিঠি উদ্ধার হয়েছিল। এই ঘটনায় জনমতে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার রিগিং মাষ্টারকে ভুলে যাওয়া সহজ নয়

।।দেবাশীষ ঠাকুর।।

পূর্ব লোকসভা আসনে ভোট পিছিয়ে দেয়াতে সব দলই খুশী। বিরোধী কংগ্রেস, সিপিএম ও শাসক দল বিজেপি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে সন্তোষ ব্যক্ত করায় জনমনে প্রশ্ন উঁকি মারিতেছে। বিরোধীরা অভিযোগ করেছে পশ্চিম লোকসভা আসনে ব্যাপক রিগিং হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকও পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের পরিস্থিতিতে খুশী নন। আইন শৃংখলার চরম অবনতির কারণে নির্বাচন কমিশন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোটের দিন পিছিয়ে দিয়েছে। ১৮ এপ্রিলের পরিবর্তে ভোটের দিন ধার্য্য হয়েছে ২৩শে এপ্রিল। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত অনেকটাই নজীরবিহীন বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। ভোট পিছিয়ে দেয়ার ঘটনায় পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে নির্বাচন কি অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে? ভোটে রিগিং ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠবে না? এই গ্যারান্টি কি নির্বাচন কমিশন দিতে পারে? পূর্ব আসনে পাহাড়ে শরিক দল আইপিএফটি'র উৎপাতে বিজেপি যন্ত্রণাবিদ্ধ। অন্যদিকে সমতলে কংগ্রেস ও সিপিএম একেবারে কোনঠাসা অবস্থায়। বিজেপির দাপটে বিরোধী দল সব বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে পারবে কিনা সন্দেহ বাড়ছে। বিরোধীরা পূর্ব লোকসভা আসনেও রিগিং এর আশংকা করছেন। এই জন্য আরও বেশী সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবীতে সোচ্চার হয়েছে কংগ্রেস ও সিপিএম। কিন্তু পূর্ব আসনে বিরোধী ভোট ভাগাভাগিতে বিজেপি প্রার্থীর জয়ের মালা পরার সম্ভাবনা আছে। ত্রিপুরার দুটি আসন বিজেপি নিজেদের দখলে রাখতে সব রকমের চেষ্টায় নিয়োজিত আছে। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিন্তু দিনে দিনেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। ছিন্নভিন্ন বিরোধী জোটও বিজেপিকে টেক্কা দিচ্ছে। অতীতের ঘটনায় দেখা গিয়েছে ত্রিপুরায় লোকসভা নির্বাচনে যে দলের জয়জয়কার ঘটে সেই দল কেন্দ্রের ক্ষমতায় বসতে পারে না।

এই রাজনৈতিক টানাপোড়নের মধ্যে লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে। ত্রিপুরায় পশ্চিম আসনে ব্যাপক রিগিংয়ের অভিযোগ এবং পূর্ব আসনেও ছাপ্পা ভোটের আশংকা প্রবল বলেই বিরোধীদের বক্তব্যে উঠে এসেছে। বিভিন্ন প্রামাণ্য তথ্য দাবি পেয়েই নির্বাচন কমিশন ভোটের দিন পিছিয়ে দিয়ে নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ করারর প্রতিশ্রুতি বা বার্তা দিয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু সন্ত্রাস, ছাপ্পা ভোট কি বন্ধ করা যাবে? প্রতিটি ভোটার নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবেন? এই ত্রিপুরায় নির্বাচনে রিগিং আমাদানী করেছিলেন কংগ্রেসের সন্তোষ মোহন দেব। তাঁকে অনেকেই সন্ত্রাস মোহনও বলে থাকেন। রিগিং করে বেশিদিন ক্ষমতা ধরে রাখা যায় না। মানুষের শ্রদ্ধা বিশ্বাস হারিয়ে গেলে মাসল শক্তি দিয়ে বেশী দিন টিকে থাকা যায় না। সন্তোষ মোহন দেব এই রাজ্য থেকেই একবার সাংসদ হয়েছিলেন। ১৯৮৮ সালে তিনি কংগ্রেসের নির্বাচনী যুদ্ধে সৈনাপত্য করেছিলেন। ৩১টি আসন পেয়ে কংগ্রেস যুব সমিতির জোট রাজ্যের ক্ষমতায় বসেছিল ১৯৮৮ সালে। এর পরের ইতিহাস তো ভয়ংকর। সিপিএমকে হঠাতে ১৯৮৮ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সর্বশক্তি নিয়োরজিত করেছিলেন। উপদ্রুত আইন জারীর মধ্য দিয়ে গোটা রাজ্যে বৈরী দমনে সেনাবাহিনী নেমে পড়েছিল। কেন্দ্রের সতেরজন মন্ত্রী ত্রিপুরায় নির্বাচনী প্রচারে ঘাঁটি গেড়েছিলেন। তবু, রিগিং ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ছিল। এত কাঠখড় পুড়িয়ে যে কংগ্রেস যুব সমিতি জোট সরকার রাজীব গান্ধী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই সরকারকে বলি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেস সভাপতি নরসীমা রাও। কেন্দ্রে নরসীমা সরকার বাঁচাবার শর্ত হিসেবে ত্রিপুরা সিপিএমকে উপহার দিয়েছিলেন নরসীমা। ১৯৯৩ সালে কংগ্রেস যুব সমিতি জোট সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসনে ত্রিপুরায় ভোট হয়। আর এই সুযোগে সিপিএম বা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ফিরে আসে। কবর বানানো হয়ে যায় কংগ্রেসের। ১৯৯৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মন কপাল চাপড়িয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ১৮৭ ▫ ১৮ এপ্রিল ২০১৯ ইং ▫ ৪ বৈশাখ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

কংগ্রেস আছে কংগ্রেসেই

গণতন্ত্রকে জবাই করিবার সব রকম অপচেষ্টা জোর কদমে চালু রহিয়াছে। যে দল ক্ষমতায় থাকে সেই দল এই জবাই কর্মসূচীতে পূর্ণোদ্যমে ঝাপাইয়া পড়ে। এই ঘটনা চোখে অঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, আজ সাধারণ মানুষ কত বেশী অসহায়। এই স্বাধীনতা, এই গণতন্ত্র কি মানুষ চাহিয়াছিল? আজ প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে এই প্রশ্ন অনুরণিত হইতেছে। রাজনীতিতে নীতিহীনতাই এখন প্রাধান্য পাইতেছে। ত্রিপুরায় দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকিয়া নীতিবাগীশ বামপন্থীরাও অনাচার অত্যাচার নগ্ন দলবাজী কম করে নাই। আর এই সেদিনও যে দলটি প্রধান বিরোধী দল হিসাবে সিপিএম দলকে মদত দিয়া গিয়াছে সেই কংগ্রেসও তো চরম ক্ষয়িষ্ণুতার পথেই। যে কংগ্রেসের হাইকমান্ডের নির্লজ্জভাবে সিপিএম তোষণের কারণেই এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপির উত্থান হইয়াছে। যে কংগ্রেসকে এত কাল মানুষ ঐতিহ্যশালী দল হিসাবে মনে করিত সেই দলও পরিবারতন্ত্রের বাহিরে আসিতে পারিল না। দলে নাম কোয়াস্তে নির্বাচন হয়। কর্তার ইচ্ছাতেই ত্রিপুরার প্রদেশ কংগ্রেসের মাথায় বসিয়াছেন প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ। যিনি রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে একেবারে চোস্ত। সেই প্রদ্যুৎ কিশোর প্রার্থী টিকিটের টোপ দেখাইয়া বিজেপির সহসভাপতিকে দলে টানিয়াছেন। যাঁহারা কংগ্রেসের জন্য দুর্দিনে মোমবাতি জ্বালাইয়াছিল তাহাদের বঞ্চিত করিয়া একজন দলত্যাগীকে টিকিট দেওয়ার মধ্যে নৈতিকতার বা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কতখানি থাকিতে পারে? দল ভাঙ্গাইয়া টিকিট দেওয়ার মধ্যেই তো অনৈতিকতার ছায়া আন্দোলিত। এই কংগ্রেস দেশের দন্ডমুন্ডের কর্তা হইবে?

ত্রিপুরায় কংগ্রেসের তো সমাধি রচনা করিয়াছেন দলের কংগ্রেসের বিধায়ক নেতারাই। তাহারাই তো দল বাঁধিয়া তৃণমূল কংগ্রেসে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তৃণমূল নেত্রীও ত্রিপুরারকে নিয়া তাইরে নাইরে করায় গোটা কংগ্রেস টিমকেই বিজেপি বরণ করিয়া নেয়। বিজেপি ভাল করিয়াই জানে যদি দুঃসময় আসে তাহা হইলে ওই সুবিধাবাদী ক্ষমতালোভীরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়াই আবার রাজা উজির বনিতে দল বদল করিবে। এই যদি রাজনীতিকদের মানসিকতা হয়, নীতি আদর্শের ন্যূনতম মূল্য না থাকে সেখানে গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নয়ন অসম্ভব। এ রাজ্যের পশ্চিম আসনে কংগ্রেস প্রার্থী করিয়াছে একজন অস্থির মানসিকতার নেতাকে। যিনি ত্রিপুরায় দল বদলের রেকর্ড গড়িয়াছেন। কেন রাজ্যের মানুষ কংগ্রেসকে বিশ্বাস করিবে? অতীতে পূর্বতন কংগ্রেস সভাপতিও এমন প্রার্থী দিয়াছিলেন। লোকে হাসাহাসি করিয়াছিল। এই হল কংগ্রেস। বিজেপির কয়েকটি পদক্ষেপ সম্পর্কে জনমনে ক্ষোভ অসন্তোষ আছে বলিয়াই কংগ্রেস কিছুটা মাথা তুলিয়াছে। যদি বিজেপি দল সহনশীল হইত, তাহা হইলে কংগ্রেস মাথা তুলিতে পারিত না। ত্রিপুরায় কংগ্রেসকে তো শ্মশানে তুলিয়াছে ক্ষমতালোভি কংগ্রেস নেতারাই। বিজেপি ভাল করিয়াই জানে রাজনীতিক নেতাদের কিভাবে নাচাইতে হয়। আসলে, রাজনীতি এখন দেশ সেবার নহে। দেশবাসীকে কে কতবেশী টুপি পরাইতে পারে তাহারই যেন প্রতিযোগিতা চলিতেছে। পরিবারতন্ত্রের ছায়ায় যে দল লালিত সেই দল সংকীর্ণতার নাগপাশ কাটাইয়া উঠিতে পারে না। রাজ্যের কংগ্রেসের নেতাদের অবস্থা কি? কয়জনের জনসংযোগ আছে। সবই দিল্লীর হাইকমান্ডের দয়া ভিক্ষার উপর তাকাইয়া থাকেন। এরাজ্যে কি একজন কংগ্রেস নেতা আছেন যিনি জননেতা হিসাবে বন্দিত? দলের হাইকমান্ডের আশীর্বাদ না থাকিলে এই নেতাদের মানুষ ছুঁড়িয়াই ফেলিবে। অতীতে এরাজ্যের মানুষ কংগ্রেসের ক্লেদাক্ত ছবি দেখিয়াছে। দেখিয়াছে কিভাবে সন্তোষ মোহনের নেতৃত্বে এরাজ্যে ভোট ডাকাতি হইয়াছে। আজ তাহারাই অবাধ ভোটের জন্য চিৎকার করিতেছে। জোর দিয়া বলা যাইতে পারে নীতি আদর্শের উপর আস্থা নিয়া কংগ্রেসের জন্য নিবেদিত প্রাণ একজন নেতাও কি এরাজ্যে পাওয়া যাইবে? আজ বিভিন্ন দলেই তো ধান্দাবাজদেরই জয়জয়কার। আজ এরাজ্যের গেরুয়া দলে যাঁহারা নিজেদের সঁপিয়া দিয়াছেন তাহাদের কত শতাংশ নীতি আদর্শের টানে? সেখানেও তো ধান্দা। এই সত্যি কি বুঝিতে কাহারও বাকী আছে?

ত্রিপুরায় দীর্ঘ সময় কংগ্রেস শাসন করিয়াছে। শচীন্দ্র লাল সিংহই ছিলেন প্রকৃত জননেতা। সেই জননেতার উপর চুড়ান্ত অবিচার করিয়াছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। গণতন্ত্রের ইতিহাসে সেই কলংকিত ঘটনার পরও হাওড়া গোমতি দিয়া অনেক জল গড়াইয়াছে। সেদিন বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়া শচীন্দ্র লাল সিংহ মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত। কংগ্রেসের সরকার। সেই সরকারকেই খতম করিয়া দিয়াছিলেন ইন্দিরা। জারী করিয়াছিলেন রাষ্ট্রপতির শাসন। শচীন্দ্রলাল সিংহের 'অপরাধ' ছিল ইন্দিরার মুখের উপর সত্যি কথা বলে দিয়েছিলেন। ক্ষোভে দুঃখে শচীন্দ্র লাল জগজীবন রামের কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি(সিএফডি) দল রাজ্যেও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই দলের প্রার্থী হইয়া লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়ী হইয়াছিলেন। তখন হইতেই ত্রিপুরায় কংগ্রেসের পতন শুরু হয়। সেই ধারা তো আজও অব্যাহত। সুতরাং ত্রিপুরার নতুন সেনাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর কি জনবর্জিত কিছু নেতাদের নিয়া রাজ্য জয় করিতে পারিবেন? এরাজ্যে কংগ্রেসের বুকে তো পেরেক পুঁতিয়া দিয়াছিলেন ইন্দিরাই। সেদিন শচীন্দ্রলাল সিংহের উপর যদি ইন্দিরার রোষ আছড়াইয়া না পড়িত, গণতন্ত্রকে পদদলিত না করিতেন তাহা হইলে এরাজ্যে কংগ্রেস এখনও সজীব ও সতেজ ভাবে দাপাইয়া বেড়াইত। আজ এরাজ্যে কংগ্রেসের সংগঠন তো শূণ্যের কোটায়। কিছু সুবিধা অন্বেষণকারীদের নিয়া প্রদ্যুত কিশোরের তো সত্যিই খাবি খাইবার অবস্থাই।

স্বাধীনতা সংগ্রামে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড নতুন করে চোখ খুলে দিয়েছিল

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হননের স্মৃতি। এত বড় একটা হত্যাকাণ্ড সংগঠিত না হলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এত বড় একটা ঝোড়ো হাওয়া দেখা দিত কিনা সন্দেহের বিষয়। সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের শতবার্ষিকী সদ্য পূর্ণ হল। ভারতবাসী মাত্রেই সেই দিনে হত হাজার হাজার নিরীহ জালিয়ানওয়ালাবাগের মানুষদের জানাবে সেলাম, সেলাম।

সেদিন ছিল পাঞ্জবিদের নতুন বছরের প্রথমি দিন। নববর্ষ। ১৯১৯ সাল। ১৩ই এপ্রিল। একদিকে সেদিনটি ছিল নববর্ষের বৈশাখী পালনের আনন্দ। অন্যদিকে সেই আনন্দের দিনে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে এককাট্টা হওয়ারও ছিল দিন। অমৃতসর শহর এই দুইয়ে মিলে উত্তাল। জমায়েত হবার মতো শহরের বড় পার্ক জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রশস্ত অঙ্গন। প্রবেশ পথও নির্গমনের পথ একটাই। সেই বাগে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মিলিত হয়েছে বৈশাখীর আনন্দে সর্বজনের সঙ্গে মিলিত হতে আর রাওলাট আইনের প্রতিবাদ করতে।

রাওলাট আইনের বিরোধিতায় ক্রুদ্ধ ইংরেজ শাসক। শহরের প্রশাসক রেজিনাল্ড ডায়ার রাওলাট আইনবিরোধীদের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দিতে তৎপর। তাই তার পরের ঘটনা ইতিহাস। সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের জমায়েত হাজার হাজার নরিস্ত্র নিরীহ প্রতিবাদী মানুষের উপর নেমে এল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। সেই নিরীহ মানুষগুলো পালাবার পথ পেল না। কারণ সেই বাগে প্রবেশর ও নিষ্ক্রমণের পথ একটাই। অনেক নিরীহি মানুষ তাই পালাতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা গেল। অন্যরা ডায়ারের সৈন্যদের ছোড়া ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিতে রক্তাক্ত হয়ে দেশমাতৃকার চরণতলে প্রাণ দিল। পাঞ্জাবে হঠাৎ করে কিন্তু সেইদিন রাজনৈতিক হাওয়া গরম হয়নি। সেই ১৯১৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর ইরেজ সরকার (Rowlatt (Sedition) Committee) গঠন করেছিল। স্বদেশি আন্দোলনকে দমন করার জন্য কঠিন আইনকানুন তৈরি করাই ছিল এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য। এদিকে গান্ধীজি সত্যাগ্রহের সূচনা করতে চম্পারণে পৌঁছে যান তার আগেই ৮ই নভেম্বর। এদিকে মন্টেগু ইংলন্ডের হাউস অব কমন্সের প্রতিনিধি দলকে নিয়ে ভারতে পৌঁছান। ১৯১৭ সালের ১১ই নভেম্বর। মন্টেগুকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল ভারতের তৎকালীন স্বদেশি আন্দোলনজনিত পরিস্থিতির পর্যালোচনার সময় বরাদ্দ ছিল সাড়ে পাঁচ মাস। মন্টেগু সর্বপ্রথমে দেখা করেছিলেন 'এলাহাবাদ লিডার' পত্রিকার সম্পাদক চিন্তামণির সঙ্গে। তারপরে দিল্লিতে এসে দেশের রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ করেন। মন্টেগু কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন ৮ই ডিসেম্বর ১৯১৭ তারিখে। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখে ও নানা বিষয়ে কথা বলেন। তাঁর মন্তব্য, ('Rabindranat the poet, has come out as a politician because of the horror of the internees') রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মন্টেগুর দেখা করার দুদিন পরে ১০ই ডিসেম্বর ভারতের ইংরেজ শাসক ভাইসরয় ঘোষণা করেন (Rowlatt (Sedition) Committee) ইংরেজ প্রশাসনের কী দারুণ দ্বিচারিতা!

এদিকে মন্টেগুর আলোচনা, অন্যদিকে দমনের কামান শানানো।

কিন্তু স্বদেশ আন্দোলন আরও উগ্ররূপ নিল। বছর গড়ালো নানা আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে। ১৯ শে মার্চ ১৯১৮, গান্ধীজি তাঁর সাধারণ হরতালের' পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তার দুই দিন পরে ২১শে মার্চ ১৯১৮ (Rawlatt Act-Anarchical and Revolutionaries Crimes Act XI) ভাইসরয়ের সম্মতি পেয়ে আইনে পরিণত হয়। ৩০শে মার্চ এই আইনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে পালিত হল হরতাল। ৬ই এপ্রিল থেকে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সারা ভারতে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হল।

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দুর্মর রূপ নিল অমৃতসরে। প্রত্যহ সেখানে বিক্ষোভ জমায়েত শোভাযাত্রা। ১০ই এপ্রিল এই অমৃতসরের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে পুলিশের অত্যাচার হিংস্র রূপ নিল। মারা গেল পাঁচজন ইংরেজ। পুড়ল বাড়ি ঘর। একজন ইংরেজ মহিলারও নিহত হলেন। এই আন্দোলনের জেরে ইংরেজ শাসক ক্রুদ্ধ। অবস্থা সরেজমিনে দেখতে পাঠানো হল সৈন্যবাহিনীর চতুর্থ ব্রিগেডের কমান্ডার ডায়ারকে। ডায়ার এলে অমৃতসরে। অমৃতসরে জমায়েত এবং শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হল। সেই সময়ে পাঞ্জাবের গভর্নর ছিলেন মাইকেল ও ডায়ার। কমান্ডার ডায়ারের দমনমূলক কার্যক্রমে গভর্নর ও ডায়ারেরও পূর্ণ সমর্থন ছিল। ফলে দমন রূপ নিল সন্ত্রাসের। ডায়ার নির্মম হলেন। এখন আমাদের আলোচ্য জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পটভূমি। পাঞ্জাবের মানুষ রাওলাট আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সারা ভারতের আন্দোলনের অংশীদার। পাঞ্জাবের সচেতন মানুষ ১৯১৭ সালে রাওলাট কমিটির গঠনের সময় থেকেই তারা প্রতিবাদে মুখর তারপর ১৯১৮ পেরিয়ে ১৯১৯ সালে যখন রাওলাট আইন বিধিবদ্ধ হল, ডাসিরয়ের সম্মতি পাবার পরে, তখন উত্তাল হল পাঞ্জাব। তারই প্রতিফলন জালিয়ানওয়ালাবাগের পার্কে। এই উত্তাল আন্দোলনেই কমান্ডার ডায়ারকে ডেকে এনেছিল। ইংরেজ শাসন যে কত পৈশাচিক নৃশংসতা অবলীলাক্রমে নামিয়ে আনতে পারে নিরস্ত্র অসহায় মানুষের উপর তার স্বাক্ষর রেখে গেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের ১৩ ই এপ্রিল ১৯১৯ সালে। শাসন ও শোষণের চাহিদা এর বেশি ছিল যে তার তুলনায় হাজার হাজার মানুষেক হুঁশিয়ারি না দিয়ে অতর্কিত ঝাঁকেঁ ঝাকে গুলিবর্ষণ করেমেরে ফেলা সহজ। শোষণ শাসনের ইতিহাসে তাই পৃথিবীর ইতিহাসে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড একটি একক এবং অদ্বিতীয় ঘটনা। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শাসনের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা এই ইতিহাস। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই মর্মান্তিক ঘটনা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি দিশারী সংকেত। কেননা এই ঘটনা থেকে সকলে জানতে পেরেছে সাম্রজ্যবাদী ইংরেজ ভারত লুণ্ঠনের জন্য কী পরিমাণে অত্যাচার নামিয়ে আনতে পারে সাধারণ মানুষের উপর। তাই শতবর্ষেও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড আমাদের স্মরণীয়, সকল সচেতন মানবতাবাদী বিশ্বের মানুষের স্মরণীয়।

এবারে আমরা দেখব এই হত্যাকাণ্ড পরাধীন ভারতের বুকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মাঝ দরিয়ায় কী প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল। প্রথমে, সেই বৈশাখীর দিনে—নববর্ষের দিনে পাঞ্জাবের মানুষ যখন আনন্দ উৎসব করছে তখন হঠাৎ করে এই ডায়ারের হত্যালীলা এক বিষাদের ছায়া ফেলে অমৃতসরের আকাশেবাতাসে। মুহূর্তের মধ্যে এই হত্যালীলার সংবাদ অমৃতসর শহরের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে যায়। মানুষজন ছুটে আসে জালিয়ানওয়ালাবাগের চত্বরে। কেউ বলে, আমার বাবা কোথায়? কেউ খোঁজ করে তার ছেলেকে। কেউ বলে, আমারমেয়ে কোথায়? কেউ খোঁণাজে তার হারানো মাকে। চারিদিকে যখন খোঁজাখুঁজি চলছে তখন ডায়ারের অনুচররা ট্রাক করে মৃতদেহ পাচারকরতে ব্যস্ত। ইংরেজ সরকার ততক্ষণে বুঝে গিয়েছে ওই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের কথা যদি সংবাদমাধ্যমে ভারতময় বিশ্বময় ছড়িয়ে পনে তবে সর্বনাশী স্বদেশি আগুন জ্বলবে। পৃথিবীর মানবতাবাদী মানুষ ছিছিক্কার করবে। তাই সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হল। পাঞ্জাবের বাইরে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ মে মাসের গোড়াতে জানতে পেরেছিলেন দীনবন্ধু এন্ডুজ। তিনি এই ভয়াবহ নৃশংসতার সংবাদ জানিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে।

জালিয়ানওয়ালাবাগে এই নিদারুণ হত্যাকোণ্ডে বিমর্ষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিবরণ জানিয়েছিলেন গান্ধীজিকে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে অনুরোধ করেছিলেন পাঞ্জাপে যেতে। কিন্তু গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের প্রাস্তাবে রাজি হননি। বলেছিলেন I donot to embarrass the Govemment now'। গান্ধীজিরই এই মনোভাবে হতাশ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তিনি সেখানেই থেমে থাকেননি। তিনি অন্যান্য জননেতাদের কাছেও আবেদন করেছিএলন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে। এমনকী তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়িতেও গিয়েছিলেন একই আবেদন নিয়ে। কিন্তু গান্ধীজির মতোই দেশবন্ধু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আন্দোলনে সামিল হতে রাজি হননি। এইভাবে আশাহত কবিগুরু কিন্তু শাসকেরএতবন অত্যাচারে নীরব হয়ে যাননি। তাঁর বিবেক তাঁকে প্রতিবাদে মুখর হতে বলেছে। তাই তিনি ৩১শে মে ভাইসরয় চেমসফোর্ডকে জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠান। এই প্রতিবাদপত্রের মাধ্যমে যেমন প্রকাশিত হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোতে তাঁর অদম্য সাহসিকতা, অন্যদিকে প্রকাশিত হয়েছে স্বদেশি নেতাদেরাতিক্রম করে বিদেশি শাসককে রক্তচুক্ষু প্রদর্শন। সেই সঙ্গে তিনি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করলেন, ফিরিয়ে দিলেন ব্রিটিশস সরকারের দেওয়া নাইটহুড খেতাব। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে তাই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড যেমন এক চালিকাশক্তি তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ও নাইটহুড খেতাব বর্জন এক নতুন দিশা।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বের দাপটে পরবর্তীকালে গান্ধীজিকেও পাঞ্জাবের অমৃতসরে যেতে হয়েছিল। মুখর হতে হয়েছিল প্রতিবাদে। দেশবন্ধুকেও দেশামাতৃকার সেবায় এগিয়ে যেতে হয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগকে মন্ত্র করে। এই ঘটনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম, সাহসিকতা এবং দূরদৃষ্টি প্রমাণিত হয়। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয় দেশনেতাদের দিশাহীনতা এবং যতার্থ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ যেমন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সর্বভারতীয় পরিমণ্ডলে প্রতিবাদ করেছিলেন তেমনি প্রতিবাদ করেছিলেন স্বদেশিয়ানায় সক্রিয় একজন অধ্যাপক। সেই অধ্যাপক হচ্ছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি কেবল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হননি, প্রতিবাদ করেছিলেন রাওলাট আইনেরও। তাই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষে আমরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কেও স্মরণ করব।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের অপেক্ষা, ১৮ এপ্রিল বঙ্গের তিনটি আসনে ভোট

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): গত ১১ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে উনিশের লোকসভা নির্বাচনঊ প্রথম দফায় পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার, এই দু'টি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছেঊ আর বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ এবং দার্জিলিং-এই তিনটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবেঊ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি হল-বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টঊ জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হলেন জয়ন্ত রায়, কংগ্রেসের মণি কুমার দর্নাল, বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী ভগীরথ রায় এবং তৃণমূলের বিজয় চন্দ্র বর্মণঊ রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হলেন দেবশ্রী চৌধুরী, কংগ্রেসের প্রার্থী দীপা দাশমুন্সি, তৃণমূল প্রার্থী হলেন কানাইলাল আগরওয়াল এবং বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী মহম্মদ সেলিমঊ এছাড়াও দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রেও ১৮ এপ্রিল ভোটগ্রণ হবে। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি এবার তাদের সিটিং এমপিকে প্রার্থী করেনি। বিজেপি টিকিট দিয়েছে রাজু সিং বিস্তকে। তৃণমূল এবার ভূমিপুত্র মোর্চার বিধায়ক অমর সিং রাইকে তাদের টিকিটে প্রার্থী করেছে। আর কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন শঙ্কর মালাকার। সিপিএমের সমন পাঠক। এছাড়া জন আন্দোলন পার্টি-সহ অন্যান্য পর্রার্থীও রয়েছে এই কেন্দ্রে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে এরপর আগামী ২৩ এপ্রিল তৃতীয় দফায় মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, বালুরঘাট, জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদ এই কেন্দ্রগুলিতে ভোট হবে। ২৯ এপ্রিল চতুর্থ দফায় মূলত নদিয়া-মুর্শিদাবাদ দুই বর্ধমান এবং বীরভূম মিলিয়ে মোট ৮টি আসনে ভোট নেওয়া হবেঊ এগুলি হল বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বীরভূম, বোলপুর এবং বর্ধমান-দুর্গাপুর এবং আসানসোল কেন্দ্রেঊ পঞ্চম দফায় ভোট ৬ মেঊ এই দফায় বনগাঁ, বারাকপুর, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, আরামবাগ এবং হুগলি- এই সাতটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবেঊ ১২ মে ষষ্ঠ দফায় ৮টি আসনে ভোটগ্রহণঊ তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর- এই কেন্দ্রগুলিতেঊ সপ্তম তথা শেষ দফার নির্বাচন ১৯ মে।

আচরণবিধি লঙ্ঘিত হলেও কমিশন জগন্নাথ

প্রদীপ কুমার দত্ত

লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে। বিজেপি কংগ্রেস ও প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে গিচ্ছে। প্রতিদিন খবরের কাগজে, টিভিতে এইসব দলের নেতাদের ভাষণ কী করবেন তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। শুধু এবারের নয়, ১৯৫২ সাল থেকে যে সব নির্বাচন হয়েছে সবগুলিতেই একই চিত্র। এক সময় কংগ্রেস 'গরিবি হটাও' স্লোগান তুলেছে, বিজেপিও ক্ষমতায় এসেছে 'আচ্ছে দিন'র প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এই দলগুলি প্রত্যেকেই বলছে, তাদের শাসনে দেশের উন্নয়ন করবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র কী বলে? বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্বে যত গরিব আছে তার এক তৃতীয়াংশই আছে ভারতে। প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। অপুষ্টিতে ভুগে প্রতিদিন তিনি হাজার শিশু মারা যায়। দেশে বেকার সমস্যা তীব্র। কিছুদিন আগে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, এদেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় ৬১ কোটি। বাস্তবে তা আরও বেশি। ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে ঋণশোধ করতে না পেরে ৩ লক্ষেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে মূল্য আকাশছোঁয়া। যা কিছু উন্নয়ন হয়েছে তা হয়েছে শিল্পপতি বড় বড় ব্যবসায়ীদের। ২০১৬ সালে ভারতের ধমী ১ শাতংশের সম্পদ ছিল ৫১ শতাংশ, আর বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৭১ শতাংশ। এখন ভারতের ৯০ শতাংশ মানুষের যে সম্পদ সেই পরিমাণ সম্পদ রয়েছে ৫৭ জন কোটিপতির। অর্থাৎ অগ্রগতি ঘটেছে শিল্পপতি, বড় বড় ব্যসবায়ীদের আর সাধারণ মানুষের অবস্থার দিন দিন অবনতি নিয়ে যে সব আলোচনা হয় তাতে এইসব বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনা হতে দেখি না। দল বা দলীয় প্রার্থীর নীতি-আদর্শ কী তাও আলোচনায় আসে না। আলোচনা যা হয় তা 'কে জিতবে, কে হারবে'। কে কত দুর্নীতিগ্রস্ত ---এইসব নিয়ে। এখানেও বড় বড় দলগুলি ও তাদের প্রার্থীদের নিয়ে আলোচনা হয়। জনস্বার্থে যে সব দল আন্দোলন করে সেইসব দল ও প্রার্থীদের সম্বন্ধে কোনও আলোচনাই নয় এ বিষয়ে কোনও আলোচনা হতে দেখা যায় না। প্রার্থীরা একে অপরের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য রাখছে সেখানে কুরুচিকর অশালীন মন্তব্য করা হচ্ছে। আদর্শ নির্বাচনী আচরমবিধি থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন কোনও ব্যবস্তা নিচ্ছে না।

বিচার করলে দেখা যাবে এইসব দলগুলির রাজনৈতিক বক্তব্যে যে পার্থক্যই থাক না কেন প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য যে কোনওভাবে জেতা। তার জন্য টাকা ছড়ান, গুণ্ডা-মস্তানদের ব্যবহার করা, ভোটারদের ভয় বা প্রলোভন দেখানো, বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট প্রভৃতি কোনও কিছুতেই তারা পিছনা নয়। বিষয়টা এতই ব্যাপক যে ভারতের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার নবীন চাওলা পর্যন্ত বলেছেন, 'গুণ্ডারাজ ও টাকার থলির অশুভ জোট ভারতের গণতন্ত্রকে দুর্বল করছে। তাঁর উপলব্ধি, 'মানি পাওয়ার'ও 'মাসল পাওয়ার' নির্বাচনে জয়পরাজয় নির্ধারণ করে। তবে তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে 'মিডিয়া পাওয়ার'। এর কারণ, অধিকাংশ মানুষই রাজনীতি সচেতন নন, তাঁরা মিডিয়ার প্রচারের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়ে ভোট দেন। ২০১৪ সালে যখন ইউপিএ সরকারের কাজে মানুষ ক্ষুব্ধ হয় তখন মিডিয়া নরেন্দ্র মোদিকে দেশের ত্রাতা হিসাবে তুলে ধেরেছিল এবং মানুষও সেই প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে মোদিকে ক্ষমতায় এনেছিল। এখন আবার মোদিরওপর বহু মানুষ বিক্ষুব্ধ হওয়ায় রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে ব্যাপক প্রচার দিয়ে মোদির বিকল্প হিসাবে তুলে ধরছে। মনে রাখতে হবে এই মিডিয়াগুলি কোনও না কোনও কর্পোরেট হাউস নিয়ন্ত্রণ করে। আর কর্পোরেট হাউসগুলি চায় সরকার তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। যে দলের সরকারই হোক না কেন, তারা সবাই শিল্পপতি, বড় বড় ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করেছে। জনস্বাথবিরোধী নীতি নিয়ে চলেছে। সেজন্য স্বাধীনতার পর প্রথমে কংগ্রেস, তারপর জনতা দল, আবার কংগ্রেস বিজেরি—এরকম একাদিক সরকারি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হলেও শিল্পপতি বড় বড় ব্যবসায়ীদের সম্পদ ফুলেফেঁপে উঠেছে, আর সাধারণ মানুষের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটছে। কোনও দল বা জোটের সরকারের ওপর মানুষ ক্ষুব্ধ হলে পুঁজিপতিরা তাদের স্বার্থরক্ষাকারী অন্য একটি দল বা জোটকে প্রচার দিয়ে বিকল্প হিসাবে তুলে ধরে। তাই কয়েকবার সরকার বদল হলেও সাধারণ মানুষ সেই তিমিরিই থেকে যায়। আর একটা কথা। ৫৪৩ জন সাংসদের মদ্যে কোটিপতির সংখ্যা ৪৪২ জন অর্থাৎ ৮০ শতাংশের ও বেশি। অথচ দেশের ৯৫ শতাংশ মানুষই তো গরিব নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত। সংসদে তাঁদের প্রতিনিধি নগণ্য।

> বিচার করলে দেখা যাবে এইসব দলগুলির রাজনৈতিক বক্তব্যে যে পার্থক্যই থাক না কেন প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য যে কোনওভাবে জেতা। তার জন্য টাকা ছড়ান, গুণ্ডা-মস্তানদের ব্যবহার করা, ভোটারদের ভয় বা প্রলোভন দেখানো, বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট প্রভৃতি কোনও কিছুতেই তারা পিছনা নয়। বিষয়টা এতই ব্যাপক যে ভারতের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার নবীন চাওলা পর্যন্ত বলেছেন, 'গুণ্ডারাজ ও টাকার থলির অশুভ জোট ভারতের গণতন্ত্রকে দুর্বল করছে। তাঁর উপলব্ধি, 'মানি পাওয়ার'ও 'মাসল পাওয়ার' নির্বাচনে জয়পরাজয় নির্ধারণ করে। তবে তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে 'মিডিয়া পাওয়ার'। এর কারণ, অধিকাংশ মানুষই রাজনীতি সচেতন নন, তাঁরা মিডিয়ার প্রচারের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়ে ভোট দেন। ২০১৪ সালে যখন ইউপিএ সরকারের কাজে মানুষ ক্ষুব্ধ হয় তখন মিডিয়া নরেন্দ্র মোদিকে দেশের ত্রাতা হিসাবে তুলে ধেরেছিল

দলগুলিরকার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বেশ কিছু মানুষ আজ নোটায় (নান অফি দি অ্যাবাভ) ভোট দেন অর্থাৎ 'কাউকেই পছন্দ নয়' জানান। এতে কেউ কেউ তাঁদের সমালোচনার করে বলেন, তাঁরা তাঁদের কোনও প্রতিনিধি নির্বাচন করলেন না। কিন্তু এই সমালোচনা অনুচিত। কারণ পুঁজিপতি শ্রেণির কোনও দলও তাদের প্রার্থীদের বোট দিলে যে দলই জিতুক না কেন সাধারণ মানষের তাতে কোনও লাভ নেই। আর নামে অনেকগুলি দল হলেও একমাত্র শ্রমিক শ্রেণির দল ছাড়া বাকিরা মালিক শ্রেণির প্রতিনিধি। অতএব শ্রমিক শ্রেণির দল ছাড়া বা গণআন্দোলনের পরীক্ষিত প্রার্থী না থাকলে নোটায় ভোট দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে কি?

নির্বাচন প্রসঙ্গে আর একটা কথা বাল দরকার। গণতন্ত্রে স্বার্থে যেকানে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ থাকা উচিত সেখানে বিভিন্ন ঘটনা তেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে বর্তমান নির্বাচন কমিশন তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করছে না, তারা বিজেপির স্বার্থে কাজ করছে। আচরণবিধি যখন প্রবলভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে তখন তারা যথাযথ ভূমিকা পালন করছে না কমিশনের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিযোগ গ্রহণ করা, তা বিবেচনা করা, কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা তারা নিচ্ছে না। নির্বাচনের সময়ে যা আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয় তার উদ্দেশ্য নির্বাচনকে অবাধ ও স্বচ্ছ করা। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের নেতারা প্রায়শই নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে। নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারা আচরণবিধি লঙ্ঘনকারীকে শোকজ করে। কিন্তু আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেও কমিশন প্রার্থীর প্রার্থীপদ বাতিলকরে না বা কোনও দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে ঘোষণা করে না। এটা না করলে আচরণবিধি কি অর্থহীন হয়ে পড়ে না? এটা করা হয় না বলেই প্রার্থীরা বা দলগুলি আচরণবিধি লঙ্ঘন করতে কোনও ভয় পায় না।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

বুধবার শহিদ দিবস পালন করে এসএফআই। ছবি- নিজস্ব।

নির্বাচনী বিধির জট, আপাতত থমকে যাদবপুরের ‘রুশা’-র কাজ

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): নির্বাচনী বিধির জটে আটকে গিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘রুশা’-র পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ভারতের উচ্চশিক্ষার মানকে আরও উৎকৃষ্ট করতে চালু করেছে রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান (রুশা)। এই প্রকল্পের মূল্যায়ণে অর্থনীতির পঠনপাঠনে গোটা দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে যাদবপুর। এই বিভাগের মানোন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫ কোটি টাকা। আধুনিক নানা ব্যবস্থাপনার জন্য দ্রুত নির্মাণকাজ দরকার। কিন্তু সূত্রের খবর, পূর্ত দফতরের জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচনী বিধির জন্য এই নির্মাণকাজ এখন করা সম্ভব নয়। এ বছর থেকে যাদবপুরে চালু হয়েছে অর্থনীতির পাঁচ বছরের সুসংহত পাঠ্যক্রম। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বরিষ্ঠ শিক্ষক জানান, “খড়গপুর আইআইটি-তে এ রকম ব্যবস্থা আগে চালু হলেও পশ্চিমবঙ্গের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যাদবপুর প্রথম। অর্থাৎ বিএ-তে ঢুকে কোনও পড়ুয়া এক বারে এমএ পাশ করে বার হবেন। বাড়বে গবেষণার সুযোগও।ঙ্র’ যাদবপুরের অর্থনীতি বিভাগের দুই প্রাক্তন প্রধান অজিতাভ রায়চৌধুরী এবং রজত আচার্য অর্থনীতির দুই খ্যাতনামা শিক্ষকের সহযোগিতায় একটি আদর্শ পাঠ্যক্রম তৈরি করেছেন। এঁরা দু’জন হলেন বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণব বর্ধন এবং দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সের প্রাক্তন অধিকর্তা পুলিন নায়েক। এই চার জনের তৈরি পাঠ্যক্রম এতটাই উঁচু মানের হয়েছে যে কেন্দ্রের তরফে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অর্থনীতির উচ্চশিক্ষায় এই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে বলেছে।

যাদবপুরের এক শিক্ষক হিন্দুস্থান সমাচার-কে এ কথা জানিয়ে বলেন, “অর্থনীতির পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ পাশ করে বেরোনোর আগেই ‘ক্যাম্পাসিং’-এর মাধ্যমে ভাল বেতনের কাজ পেয়ে যাচ্ছেন। ”রুশা”-র স্বীকৃতি পাওয়ায় পর্যায়ক্রমে এই বিভাগের পরিকাঠামোর মানোন্নয়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ‘সুবর্ণ জয়ন্তী ভবন’-এর পঞ্চম তলটি বরাদ্দ করেছে। এখানে তৈরি হবে আধুনিক সুযোগ-সমন্বিত শ্রেণিকক্ষ। কিন্তু কাজটি আটকে গিয়েছে নির্বাচনী বিধির জটে।ঙ্র’

সূত্রের খবর, আগামী মার্চের মধ্যে বরাদ্দ অর্থ খরচ না করতে পারলে সেটি একদিকে নেতিবাচক বার্তা দেবে। অন্যদিকে, এই নির্মাণকাজ শেষ না হলে বিদেশের নামী অর্থনীতির শিক্ষকদের বিশেষজ্ঞ-পরামর্শদাতা হিসাবে আনা যাবে না। কারণ, এখন যে ভবনে (‘আর্টস বিল্ডিং’) অর্থনীতির ক্লাশ হয়, সেখানে উন্নত দেশের অতি সম্মানীয় শিক্ষকদের এনে ক্লাশ নেওয়ানোর অসুবিধা আছে।ঙ্র’ যাদবপুর কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় বরিষ্ঠ শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোন কোন শিক্ষককে কেন এখানে আনা যায়, তার রূপরেখা তৈরি করেছেন। কিন্তু নয়া নির্মাণকাজ শুরু করতে না পাড়ায় আটকে গিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ।

বেতারের গল্প ও বেতারের নাটক ১৯ এপ্রিল আইসিসিআর-এর প্রেক্ষাগৃহে বিশেষ অনুষ্ঠান

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): আগে বেতার নাটক সরাসরি সম্প্রচারিত হতো। কারণ তখন ধারণ করার কোনও প্রযুক্তি ছিল না। ফলে শিল্পীদের বিশেষ সর্তকতার সঙ্গে অভিনয় করতে হতো। কোনও ভুল হলে তা সংশোধনের উপায় ছিল না। রেকর্ডিং প্রথা চালু হওয়ার পর সে অসুবিধা দূর হয়। ফলে বেতার নাটকের মান অনেক বেড়ে যায়। অভিনয়ে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা কমে এবং শব্দ, সুর ও সঙ্গীত সংযোজনের সুযোগ হয়। এর পাশাপাশি রেকর্ডকৃত নাটক পুনঃপ্রচার করারও সুযোগ তৈরি হয়।

১৯৬৪ সালের আগে এ দেশে টেলিভিশন ছিল না এবং গ্রামে গঞ্জে বিদ্যুৎ যায়নি। তখন দেশের অসংখ্য মানুষের চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বেতার নাটক খুবই জনপ্রিয় ছিল।

সাধারণ মানুষকে নাট্যশিল্প সম্পর্কে উৎসাহিত করা এবং নাট্যাভিনয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে তৎকালের বেতার নাটক। ঠিক ৮০ বছর আগে, ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় অল ইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এর উদ্বোধনী দিনেই প্রচারিত হয় প্রথম নাটক কাঠঠোকরা। বুদ্ধদেব বসু রচিত ও সুদেব বসু প্রযোজিত ওই নাটকে অভিনয় করেন রমাকৃষ্ণ রায়, খগেশ চক্রবর্তী, সুধীর সরকার, মায়া বোস, বিপুল দত্তগুপ্ত, আমোদ দাশগুপ্ত, সাবিত্রী ঘোষ, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, বীরেশ্বর বোস এবং পারুল দেবী। নাটকটির প্রচার সময় ছিল ৪৫ মিনিট।

আজ এ সবই ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ নাম দিলেন আকাশবাণী। এর সঙ্গে জড়িয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস। গত শতকে গার্সনি প্লেসের তথাকথিত ভুতুড়ে বাড়ির যাত্রা শুরু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে তৈরি হয়েছিল রেডিও ক্লাব অফ বেঙ্গল। সেই পরম্পরায় কলকাতা রেডিও। এলেন একদল প্রতিভা সম্পন্ন মানুষ। তাঁদের হাতেই গড়ে উঠল আকাশবাণী কলকাতা রেডিও প্রোগ্রাম। এর ভেতর দিয়েই তাঁরা তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে তোলপাড় করে দিয়েছিলেন। রীতিমত নাড়িয়ে দিয়েছিল সেই ইতিহাস সৃষ্টির নানা কাহিনী।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আকাশবাণীর ভূমিকা, রেডিও-র শ্রুতি নাটকের মত নতুন ধারার প্রবর্তন এ সবের সঙ্গে গল্প নাটকের অনুষ্ঠান ‘বেতারের গল্প ও বেতারের নাটক”। ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যে ছ’টায় আইসিসিআর-এর প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হবে বিশেষ এই অনুষ্ঠান। জগন্নাথ বসু, উপালি চট্টোপাধ্যায়, অরিজিৎ চক্রবর্তী, জয়তী ঘোষ প্রমুখ শিল্পী থাকবেন সেই সন্ধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনায় বন্দনা মুখোপাধ্যায়।

মধ্যপ্রদেশের লাইনচ্যুত কয়লা বোঝাই মালগাড়ি, বিপর্যস্ত ট্রেন চলাচল

জব্বলপুর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): পুনরায় লাইনচ্যুত হল ভারতীয় রেলউ এবার মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় বেলাইন হয়ে গেল কয়লা বোঝাই মালগাড়িউ বুধবার সকালের এই রেল দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেইউ তবে, বিপর্যস্ত হয়েছে দামোহ-বিনা এবং বিনা-দামোহ শাখার ট্রেন চলাচলউ জব্বলপুর ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরআম) মনোজ কুমার সিং জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ৫.১০ মিনিট নাগাদ সাগর জেলার মাক্রোনিয়া রেল স্টেশনের কাছে বেলাইন হয়ে যায় কয়লা বোঝাই একটি মালগাড়িউ

এই রেল দুর্ঘটনার জেরে ডাউন লাইনের ট্রেন চলাচলে কোনও প্রভাব পড়েনিউ তবে, আপ লাইনের ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছেউ ডিআরএম আরও জানিয়েছেন, মালগাড়ি বেলাইন হওয়ার কারণে দামোহ-বিনা এবং বিনা-দামোহ শাখার বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছেউ এছাড়াও বিলাসপুর-ভোপাল এবং ভোপাল-বিলাসপুর এক্সপ্রেস ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছেউ কি কারণে লাইনচ্যুত হল কয়লা বোঝাই মালগাড়ি, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে আশ্বাস দিয়েছেন ডিআরএম।

রাতভর বৃষ্টি রাজধানীতে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): মঙ্গলবার রাতভর টানা বৃষ্টির পর বুধবার সকালে মনোরম আবহাওয়ায় ঘুম ভাঙল দিল্লিবাসীর।

সারারাত ধরে হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হওয়াও ছিল রাজধানীতে। বুধবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়ায় যা চলতি মরশুমের গড় তাপমাত্রার চেয়ে তিন ডিগ্রি কম।

দিল্লির আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, এদিন সকালেও বেশিরভাগ অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে। এছাড়াও দিল্লির আকাশ ছিল মেঘলা। সফদরজং অবজারভেটরি থেকে জানানো হয়েছে, সফদরজংয়ে ১ মিলিমিটার (মিমি), পালামে ১.৮ মিমি, লোধিতে ১.৪ মিমি, রিজে ০.২ মিমি এবং আয়া নগরে এপর্যন্ত ২.৫ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে। গোটা দিন জুড়েই আকাশ মেঘলা থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাওয়া দফতরের আধিকারিকেরা। দিল্লিজুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড়ের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। দিল্লির আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক জানান, এদিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সিপিএম কর্মীকে খুনের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

পাথরপ্রতিমা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : এক সক্রিয় সিপিএম কর্মীকে খুনের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। নিহতের নাম অজয় মণ্ডল (৫২)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীনারায়ণপুরে। বুধবার সকালে স্থানীয় একটি খাল থেকে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় অজয়বাবুর।

মৃতের পরিবার ও স্থানীয় সিপিএম কর্মীদের অভিযোগ, খুন করা হয়েছে এই সক্রিয় সিপিএম কর্মীকে। এই ঘটনার পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত আছে বলেও অভিযোগ তাদের। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় পাথরপ্রতিমা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা তৃণমূল নেতা সঞ্জয় কুমার নায়েক।

মঙ্গলবার পাথরপ্রতিমা ব্লকের ভগবৎপুরে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে একটি কর্মীসভা ছিল সিপিএমের। অজয় বাবু সেই কর্মীসভায় যোগও দিতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে রাত দশটা নাগাদ তিনি বাড়ি ফেরেন। বাড়ি থেকে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে অন্যান্য দিনের মতোই নিজের মাছ ধরার জাল নিয়ে বাড়ি থেকে অদূরে খালে মাছ ধরতে যান। সারা রাত আর বাড়িতে না ফেরায়, বুধবার সকালে পরিবারের লোকজন তাঁকে খুঁজতে বের হন। খুঁজতে খুঁজতে এদিন সকালে অজয়বাবুর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় খালের পাশ থেকে। ঘটনার খবর পেয়ে পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে প্রথমে হাসপাতালে ও তারপর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

নিহতের স্ত্রী নন্দিতা মণ্ডলের দাবি, তাঁর স্বামীকে খুন করা হয়েছে। এই খুনের পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত রয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। একই অভিযোগ করেছেন এলাকার সিপিএম নেতৃত্ব। ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে এদিন সকালে পাথরপ্রতিমা থানায় বিক্ষোভও দেখান নিহতের পরিবার ও সিপিএম কর্মীরা। গত পঞ্চায়েত ভোটের আগেও অজয়বাবুকে অপহরণ করে তাঁর উপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছিল। সেবারও স্থানীয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। যদিও নিহতের পরিবার বা সিপিএম নেতৃত্বের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এখনও কেউ আটক বা গ্রেফতার হয়নি।

ঝড়-বৃষ্টির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকা, মৃত মহিলা

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : মঙ্গলবার রাতের ঝড়-বৃষ্টির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকায়। আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় এক মহিলার মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম হয়েছেন ওই পরিবারের আরও দুজন সদস্যও। শিলিগুড়ি বটতলা, শক্তিগড়, মাল্লাগুড়ি মোড়, দাগাপুর সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় গাছ ভেঙে পড়েছে। এতে ব্যাহত হয়েছে চলাচল। এছাড়াও দাগাপুরের কাছে টয়ট্রেনের লাইনে গাছ ভেঙে পড়ায় ট্রেন চলাচল কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয়ে পড়ে। যদিও ততরতার সঙ্গে রাস্তা এবং টয়ট্রেনের লাইন থেকে গাছ সরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন পুরকর্মীরা।

এদিকে মঙ্গলবার গভীর রাতের ঝড়ে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় এক মহিলার মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম হয়েছেন ওই পরিবারের আরও দুজন সদস্যও। ফালাকাটার স্টেশন মোড় এলাকায় হতদরিদ্র ওই পরিবার রাস্তার পাশে টিনের ঝুপড়ি বাস করত।ঘরের পাশে থাকা এক বিশাল শিমুলগাছ ঝড়ে হুড়মুড় করে ওই ঘরের উপর ভেঙে পড়ে। গাছ চাপা পড়ে ওই পরিবারের কর্তী, তাঁর ছেলে ও বিয়ের পর বাপেরবাড়িতে আসা মেয়ে। আশপাশের লোকজন তাদের উদ্ধার করে। রামদাহিয়া হরিজন নামে ওই মহিলাকে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর মেয়েকে ফালাকাটা হাসপাতাল থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ছেলেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

হেফাজতে ইসলাম কাদিয়ানিদের অমুসলমান ঘোষণার দাবি জানিয়েছে

ঢাকা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : হেফাজতে ইসলামের আমীর ও আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত বাংলাদেশের সভাপতি আল্লামা শাহ আহমদ শফী কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলমান ঘোষণার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে বলেছেন, কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়। তারা অমুসলমান। তাদেরকে যারা মুসলমান মনে করবে তারাও অমুসলমান হয়ে যাবে। কারণ তারা আমাদের নবীকে (সা.) শেষ নবী মানে না। সেজন্য তারা কাফের। যারা এদেরকে কাফের বলবে না তারাও কাফের। সৌদি আরব, পাকিস্তানসহ অন্যান্য রাষ্ট্রে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকারও কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করবে বলে প্রত্যাশা করছি। যারা বিভিন্ন লোভে কাদিয়ানী হয়ে গেছে তাদেরকে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি বলেন, কাদিয়ানীরা কাফের হওয়ায় তাদের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে না। কাদিয়ানীদের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়েও দেওয়া যাবে না। মঙ্গলবার দুপুরে পঞ্চগড়ে সম্মিলিত খতমে নবুওয়াতের সম্মেলনে লাখো মুসল্লির উপস্থিতিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শফীর মোনাজাত পরিচালনার আগে তার পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার ছেলে কওমি শিক্ষা বোর্ডের মহা পরীক্ষক মাওলানা আনাস মাদানী। সম্মেলনে খতমে নবুওয়াতের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন সম্মিলিত খতমে নবুওয়াত সংরক্ষণ পরিষদের পঞ্চগড় জেলা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ড় আব্দুর রহমান। লিখিত বক্তব্যে বলেন, ঙ্র’গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নামে একজন ব্যক্তি নিজেকে নবী দাবি করেছে, সে কাফের। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশেও ১৯৯৩ সালে হাইকোর্টের রায়ে এরা কাফের সাব্যস্ত হয়েছে। অবিলম্বে এই রায়কে কার্যকর করতে হবে। মুসলমান পরিচয়ে কাদিয়ানীরা এই দেশে বসবাস করতে পারবে না। এই দেশে কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করে সংখ্যালঘু হিসেবে থাকতে দেওয়া হোক। কাদিয়ানীরা ছাড়াও কয়েকটি সম্প্রদায় ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করছে। এদের মধ্যে আহমদ রেজা খান দেহলভির রেযাখানি ফেরকা, আবুল আলা মওদুদির মওদুদি মতবাদ, লা মাযহাবী ও আহলে হাদিসের বিশ্বাসীরা, তাবলীগ জামাতের সাদপন্থি (ভারতের) মতবাদ ও

ছয়ের পাতায়

ভিডিও অ্যাপ্লিকেশন টিকটক ডাউনলোড বন্ধ করে দিয়েছে গুগল

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : মাদ্রাজ হাইকোর্ট নির্দেশ মেনেই জনপ্রিয় ভিডিও অ্যাপ্লিকেশন টিকটক ডাউনলোড বন্ধ করে দিয়েছে গুগল। মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে নতুন করে টিকটক ডাউনলোড করতে গিয়ে অ্যাপটাই আর খুঁজে পাচ্ছেন না কেউ।

টিকটক অ্যাপে নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করার জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল চিনের বাইটড্যান্স টেকনোলজি। কিন্তু তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দেয় শীর্ষ আদালত। হাইকোর্ট গত ৩ এপ্রিল টিকটককে নিষিদ্ধ করার জন্য কেন্দ্রকে জানায়। আদালত বলে, এই অ্যাপ পর্নোগ্রাফিকে উৎসাহিত করেছে এবং শিশু ব্যবহারকারীদের নিশানা বানাচ্ছে যৌন শিকারীরা। নিষেধাজ্ঞা চেয়ে প্রথমে এক ব্যক্তি জনস্বার্থে মামলা দায়ের করার পরই যাবতীয় ঘটনা ঘটতে থাকে। আইটি মন্ত্রকের এক কর্মকর্তা জানান, হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে কেন্দ্র অ্যাপল ও গুগলকে চিঠি পাঠিয়েছিল। মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকেই ভারতের গুগল প্লে স্টোরে অ্যাপটি আর পাওয়া যাচ্ছে না।

গুগল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কোনও অ্যাপ সম্পর্কে গুগলের কোনও বিশেষ মন্তব্য নেই, তবে তাঁরা স্থানীয় আইন মেনেই চলবেন।

অ্যাপল যদিও এখনও ওই চিঠির জবাব দেয়নি। টিকটকও গুগলের পদক্ষেপ নিয়ে মন্তব্য করেনি। টিকটকে ব্যাবহারকারীরা স্পেশ্যাল এফেক্ট দিয়ে ছোটো ছোটো ভিডিও তৈরি করে তা শেয়ার করতে পারতেন। এটি ভারতে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কিন্তু কিছু

ছয়ের পাতায়

হরিয়ানায় ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনা, অকালেই মৃত্যু দু’টি শিশু-সহ একই পরিবারের ৪ জন সদস্যের

চণ্ডীগড়, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): ভোররাতে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনা হরিয়ানার ফতেহবাদের কাছেউ ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় অকালেই মৃত্যু হল দু’টি শিশু-সহ একই পরিবারের ৪ জন সদস্যেরউ দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি আরও ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেউ দুর্ঘটনায় হতাহতদের বাড়ি হরিয়ানার সিরসা জেলার যোধান গ্রামেউ আহতদের উদ্ধার করে হিসার-এর আগ্রোতে মহারাজা অগারসেন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান শেষে বোলেরো গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন একই পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যউ বুধবার ভোররাতে ফতেহবাদের দারিয়াপুর গ্রামের কাছে একটি ট্রাকের সঙ্গে বোলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়উ জোরালো সংঘর্ষের জেরে গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়উ পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায়

ছয়ের পাতায়

জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে ৭৫ শতাংশের বদলে ৮০ শতাংশ বুথে থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

জলপাইগুড়ি, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের ৭৫ শতাংশের বদলে ৮০ শতাংশ বুথে থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যাও ৪১ কম্পানি থেকে বাড়িয়ে ৪৪ কম্পানি করা হল। একথা জানান জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি। এদিন রাজ্যের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলেন। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে বিরোধীরা নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। জানা গিয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই আরও ৩ কম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র : মোট বুথ-১৮৬৮উ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র-১৩৯৩উ মোট ভোটারের সংখ্যা-১৭, ২৯,৮২৯উ পুরুষ ভোটার-৮,৮৪,৫৬৫ এবং মহিলা ভোটার-৮,৪৫,২৪৫উ জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিধানসভা গুলি হল-মেকলিগঞ্জ (এসসি), ধূপগুড়ি (এসসি), ময়নাগুড়ি (এসসি), জলপাইগুড়ি (এসসি), রাজগঞ্জ (এসসি), ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাগল (এসটি)উ

জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হলেন জয়ন্ত রায়, কংগ্রেসের মণি কুমার দর্নাল, বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী ভগীরথ রায় এবং তৃণমূলের বিজয় চন্দ্র বর্মণউ রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হলেন দেবশ্রী চৌধুরী, কংগ্রেসের প্রার্থী দীপা দাশমুন্সি, তৃণমূল প্রার্থী হলেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল এবং বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী মহম্মদ সেলিমউ রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে, তা বলাই বাহুল্যউ এছাড়াও দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রেও ১৮ এপ্রিল ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছেউ দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি এবার সিটিং এমপি এস এস আলুওয়ালিকে প্রার্থী করেনিউ বিজেপি টিকিট দিয়েছে রাজু সিং বিস্তকেউ তৃণমূল এবার ভূমিপুত্র মোর্চার বিধায়ক অমর সিং রাইকে তাদের টিকিটে প্রার্থী করেছেউ আর কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন শঙ্কর মালাকারউ সিপিএম-এর সমন পাঠকউ

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার জন্য আর মাত্র কয়েকঘন্টার অপেক্ষাউ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায়, বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি আসন, যথাক্রমে জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ এবং দার্জিলিং লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ শুরু হবেউ দিল্লি দখলের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে গত ১১ এপ্রিল থেকেইউ প্রথম দফায় পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার, এই দু’টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছেউ আর বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ এবং দার্জিলিং-এই তিনটি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ শুরু হবে।

বুধবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত দলীয় কর্মীদের নিয়ে কংগ্রেস কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

তেঁতুলের উপকারিতা

তেঁতুল আমাদের দেশের বসন্তকালের টকজাতীয় ফল হলেও সারা বছর পাওয়া যায়। অনেকেরই ধারণা তেঁতুল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য তিকর এবং তেঁতুল খেলে রক্ত জল হয়।

এধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং তেঁতুলে রয়েছে প্রচুর পুষ্টি ও ভেষজ গুণ। তেঁতুল দেহে উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হৃদরোগীদের জন্য খুব উপকারী। তেঁতুল দিয়ে কবিরাজি, আয়ুর্বেদীয় হোমিও ও এলোপ্যাথিক ওষুধ তৈরি করা হয়। পাকা তেঁতুল সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান পুষ্টিমান উল্লেখ করা হল। পুষ্টি উপাদান থাকা তেঁতুল কাঁচা তেঁতুল বিলাতি তেঁতুলই তথ্য থেকে দেখা যায় পাকা তেঁতুল সবচেয়েবেশি পুষ্টিসমৃদ্ধ। তবে এই পুষ্টিমান তেঁতুলের উৎপাদনের স্থান, জাত ও জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। পাকা তেঁতুল কফ ও বায়ুনাশক, খিদে বাড়ায় ও উষ্ণবীর্য হয়। তেঁতুল গাছের ছাল, ফুল, পাতা, বিচি ও ফল সবই ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তেঁতুল বীজের শাঁস পুরনো অসুখে উপকারী। তেঁতুল পাতার রস কৃমিনাশক ও চোখ ওঠা সারায়।

মুখে ঘা বাত হলে পাকা তেঁতুল জলে কুলকুচি করলে উপকার পাওয়া যায়। বুক ধড় ফড় করা, মাথা ঘোরা ও রক্তের প্রকোপে তেঁতুল উপকারী। কাঁচা তেঁতুল বায়ুনাশক। কাঁচা তেঁতুল গরম করে আঘাত পাওয়া স্থানেপ্রলেপ দিলে ব্যথা সারে। তেঁতুল গাছের শুকনো বাকলের প্রলেপ, তত স্থানে লাগালে তা সারে। পুরনো তেঁতুল, খেলে আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেট গরমে উপকার পাওয়া যায়। পুরনো তেঁতুল খেলে কাশি সারে। তেঁতুলের শরবত কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

আখের রসের প্রকৃত সত্য, যা চমকে দেবে আপনাকে!

অতি সাধারণ একটি দৃশ্য হল রাস্তার মোড়ে মোড়ে আখের রসের দোকান। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকরভাবে আখের রস মেশিন থেকে বের করা হলেও এর ক্রেতার সংখ্যা কিন্তু কম নয়! রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে বড় অফিসের কর্তা--- সবাইকে দেখা যায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আখের রস পান করতে। অনেকে বোতলে ভরে বাড়িতেও নিয়ে যান। সাধারণত প্রতি গ্লাস আখের রস বিক্রি হয় ১০ টাকায়। ঠান্ডা ও মজার এ পানীয়টি এত সুলভ মূল্যের হওয়ায় এর ক্রেতার সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। আখ শব্দের উৎপত্তি ইক্ষু থেকে। অঞ্চলভেদে একে গেন্ডারি বা কুশারও বলা হয়ে থাকে। আখ হলে বাঁশ ও ঘাসের জাতবাই। এর ইংরেজি নাম হল আখের রস দিয়ে চিনি ও গুড় তৈরি করা হয় বলে এর চাষ করা হয়। সাধারণত আখের কান্ডের একটি টুকরা দুই তৃতীয়াংশ মাটিতে পুঁতে দিয়ে এর চাষ করা হয়। তবে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণাগারে টিস্যু কালচারের মাধ্যমেও এর চাষের প্রসার ঘটছে। আখ বা ইক্ষু এই মৌসুমেই বেশি পাওয়া যায়। আখের রস সম্পর্কে আমাদের সমাজে অনেক ইতিবাচক ধারণা প্রচলিত আছে।

অথচ পুষ্টিবিদদের ভাষ্যমতে আকের রসে কোনো উন্নত পুষ্টিমান নেই। অন্যদিকে ভেষজবিদ, কবিরাজ ও আয়ুর্বেদীর মতে, এটি খুবই উপকারী এবং রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে।প্রতি ১০০ গ্রাম আখের রসে রয়েছে— তবে এই পুষ্টিমানের আখের জাত ও উৎপাদনের স্থানের ওপর নির্ভরশীল। আখের রস প্রসাব বৃদ্ধি ও পরিষ্কার করে বলে অনেকের ধারণা। অনেকের ধারণা এটা জন্ডিস ভালো করে। এধারণাটি ভুল। আখের রস যতটা স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর ভাবা হয়, ততটা নয়। বরং আখের রস পান আপনার ওজন বৃদ্ধিতে একটা মারাত্মক ভূমিকা রাখতে পারে। একই সাথে অতিরিক্ত চিনির কারণে দাঁতেরও ক্ষতি হয় অনেক। তাই বলে একেবারেই যে এর কোনো উপকারিতা নেই। তা কিন্তু নয়। আখের মধ্যে যে শর্করা বা ফ্রুকটোজ রয়েছে সেটা উপকারী. বিশেষ করে যারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন তাদের জন্য উপকারী। বাড়ন্ত শিশুদের জন্যও আখ উপকারী। কারণ এতে রয়েছে ১৫ শতাংশ প্রাকৃতিক চিনি, খনিজ লবণ ও ভিটামিন। কিন্তু একজন সাধারণ পূর্ণ বয়স্ক মানুষের আখের রস দৈনিক পান না করাই উত্তম। যে উপকারের আশায় পান করবেন সেগুলো কিছুই মিলবে না। বরং বাড়তি চিনি গ্রহণ ক্ষতি বৈ লাভ কিছু করবে না। এছাড়াও আমাদের দেশে যে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় আখের রস তৈরি করে বিক্রি করা হয়, সেগুলো পান না করাই খুব ভালো।

লাবণ্য ফিরে পেতে ডাবল ক্রিম থেরাপি

ত্বকের চির তারুণ্য সকলেরই কাম্য তাই নির্জীব ত্বকে হারানো লাবণ্য ফিরিয়ে আনতে ডাবল ক্রিম থেরাপির সাহায্য নিতে পারেন.

ডাবল ক্রিম থেরাপি--- এই থেরাপির প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্চে ডাল স্কিনকে ময়েশ্চারাইজার করা, স্কিনকে গ্লো দেওয়া এবং তার সঙ্গে ডি ট্যান করা। দৈনন্দিন জীবন যাপনে বিপর্যস্ত হতে পারে আপনার সৌন্দর্য। তাই জেনে নিন লেবুর ছোঁয়ায় রূপের যত্ন নিতে কিছু কার্যকরী ব্যবহার। ত্বকের উজ্জ্বল ত্বরে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে লেবু খুবই উপযোগী। একচির লেবুতে একটু চিনি ছিটিয়ে ত্বকে আলতো করে ঘষতে থাকুন। এটি প্রাকৃতিক স্ক্রাবার হিসেবে কাজ করবে। লেবুর ব্লিচিং ইফেক্ট ত্বকেরউজ্জ্বলতা বাড়াবে। তারপর কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেললেই হল। শীতকালে সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকলে গরমকালের থেকেও স্কিনটা অত্যধিক কালো এবং ড্রাই দেখায় অর্থাৎ এই সময় স্কিন অতিরিক্ত ড্যামেজ হয়ে যায়। ডাবল ক্রিম থেরাপির মাধ্যমে সমস্ত ড্যামেজ সেল সরিয়েত্বককে দারুণভাবে রিজুভিনেট করা যায়। এই পুরো থেরাপিটাই ক্রিমবেসড। এখানে জলের ব্যবহার একদমই হয় না। প্রথমে লা ল্যাভেন্ডার দিয়ে ত্বককে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এই ক্লিনজিং করতে করতেই ত্বকের ট্যান ভাব অনেকটাই কেটে যায়, ত্বক বেশ তরতাজা হয়ে ওঠে। এই ফেসিয়ালে আলাদা করে কোনো স্ক্রাবিং করা হয় না। তার বদলে ব্যবহার করা হয় লা হোয়াইট নামে একটি অর্গানিক প্রোডাক্ট। এটি ১৬ মিনিট মতো মুখে লাগিয়ে রাখা হয়, এরপর পাইনঅ্যাপেল অ্যাপ্লিকেটারের সাহায্যে খুব হালকা হাতে রাব করে নেওয়া হয়। এরপর হালকা হাতে খুব আস্তে লা হোয়াইট তুলে ফেলা হয়। লা হোয়াইট ভীষণভালো ডি ট্যান এর কাজ করে, মুখের উপরে যে ডেড স্কিন সেলগুলি আছে তা খুব ভালো করে রিমুভ করে দেয়। এই সময় ত্বকের ধরন অনুযায়ী বিউটিশিয়ানরা স্কাবিং মেশিন, পিলিং মেশিন অথবা সাকশন মেশিন ব্যবহার করে থাকেন। এরপর লা আমন্ড ক্রিম দিয়ে পুরো মুখটা ম্যাসাজ করা হয়। এই ক্রিমটি এমন ধরনের অর্গানিক ক্রিম যা খুব সহজেই স্কিনের ভেতরে চলে যায় তার ফলে স্কিনটা খুব সফট হয়ে যায় আর সঙ্গে স হেগ স্কিন খুব ভালো ময়েশ্চারাইজডও হয়ে যায়। এবার এই ক্রিম রিমুভ না করেই লা স্যান্ডেল প্যাক স্কিনে ল াগিয়ে দেওয়া হয় পাইনঅ্যাপেল অ্যাপ্লিকেটারের সাহায্যে। এবার স্কিন টাইপ অনুযায়ী গ্যালভানিক অথবা আলট্রাসনিক মেশিন ব্যবহার করা হয়। এই প্যাকটি ১৫ মিনিট রেখে তুলে ফেলা হয়। লা স্যান্ডেল প্যাকের প্রধান কাজ হল স্কিনকে খুব টানটান করে দেওয়া, স্কিনের উপরের ফাইন লাইনগুলি মিলিয়ে দেওয়া এবং স্কিনকে ইয়ংগার লুক এনে দেওয়া। এবার এই প্যাক তুলে ফেলার পরেও আরো একবার স্কিনে হালকা হাতে ম্যাসাজ করা হয় তাই একে বলে ডাবল ক্রিম থেরাপি। লা রেপ্লিকো নামে একটি ফুল অর্গানিক ক্রিম দিয়ে এই ম্যাসাজ চলে ৫ মিনিট। এই পুরো ফেসিয়ালে যা যা ক্রিম ব্যবহার করে স্কিনের উজ্জ্বলতা ফিরে এল, সেটি এই ক্রিম ম্যাসাজের মাধ্যমে স্কিনের উজ্জ্বলতা ফিরে এল, সেটি এই ক্রিম ম্যাসাজের মাধ্যমে স্কিনে ব্লক করে দেওয়া হ য়। স্কিনকে টাইট রাখার জন্য। এই ফেসিয়াল করে রাতে শুতে যাবার আগে স্কিন ক্লিনজিং করে অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার অথবা নাইট ক্রিম লাগাতে হবে। এই ফেসিয়ালে পুরোপুরি অর্গানিক ফেসিয়াল।

স্কচ ফেসিয়াল —

এই ফেসিয়াল ইনস্ট্যান্ট গ্লো এর কাজ করে। দীর্ঘদিন যে রূপচর্চা করেনি বা কোনো পার্টিতে যাবার আগে অথবা হঠাৎ করে বিয়ে ঠিক হওয়া কনেও এই ফেসিয়ালে খুব কম সময়ে ত্বকের জেল্লা ফিরে পেতে পারেন। এটিও একটি অর্গানিক ফেসিয়াল।

এই ফেসিয়ালের প্রথমে স্কচ ডিপ ব্রাইট দিয়ে ৫ মিনিট ধরে ক্লিনজিং করে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত পিম্পল বিহীন সমস্ত ত্বকেই এই ফেসিয়াল করা যায়। এটিও ক্রিমবেসড ফেসিয়াল, এতেও জলের ব্যবহার একদমই হয় না। তার বদলে ক্রিমের সঙ্গে স্কচ ডি লাইট ব্যবহার করা হয়। অতিরিক্ত পিম্পল বিহীন সমস্ত ত্বকেই এই ফেসিয়াল করা যায়। এটিও ক্রিমবেসড ফেসিয়াল, এতেও জলের ব্যবহার একদমই হয় না। তার বদলে ক্রিমের সঙ্গে স্কচ ডি লাইট ব্যবহার করা হয়। এরপর একটি ক্রিম কনসেনট্রেড প্যাকের মতো স্কিনের ওপর লাগিয়ে দেওয়া হয়। এটি ১৫ মিনিট থেকে আধঘন্টা রাখা হয়। এতে স্কিনে যত ট্যান আছে সব রিমুভ হয়ে যায়। এরপর স্কচ ডি লাইট দিয়ে স্ক্রাবিং করে নেওয়া হয়। এই সময় প্রয়োজন অনুযায়ী স্টিম, স্ক্রাবিং মেশিন অথবা পিলিং মেশিন ব্যবহার করা হয়। স্কিনের ডিমান্ড অনুযায়ী। এরপর সাকশন মেশিন দিয়ে ভালো করে ব্ল্যাক হেডস রিমুভ করে নেওয়ায় হয়। এরপর স্কচ সাইন দিয়ে স্কিনে ম্যাসাজ করা হয়। এটি জেল আর ক্রিমের মিক্সিং। এর ফলে স্কিন খুব ড্রাইও হবে না, আবার খুব বেশি অয়েলিও হয়ে যাবে না। ত্বকের পি এইচ ব্যালেন্স এতে বজায় থাকবে এই ম্যাসাজের পর ক্রিম রিমুভ না করেই ত্বকে স্কচ ডিপ গ্রিন ক্রিমটি ১৫ মিনিটলাগিয়ে রাখতে হবে। এরপর পাইন অ্যাপেল অ্যাপ্লিকেটারের সাহায্যে হালকা হাতে রিমুভকরে নিতে হবে। এবার স্কিন টাইপ অনুযায়ী গ্যালভানিক, আলট্রাসাউন্ড মেশিন ব্যবহার করা হয়। ১২ দিন অন্তর অথবা মাসে একবার ফেসিয়াল আপনাকে নিতেই হবে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখতে গেলে। কাজেই নিজেকে সুন্দর করে তোলা এখন আপনার হাতের নাগালেই রয়েছে শুধু একটু সময় বার করে নিজেকে সুন্দর সুস্থ করে গড়ে তুলুন তাহলে দেখবেন আপনার নতুন লুক ই আপনার আত্মবিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভাত দিয়ে তৈরি করুন ভিন্ন স্বাদের ৫টি অসাধারণ খাবার

বাসি ভাত দিয়ে ফ্রাইড দিয়ে রাইস বা ভাত ভাজা তৈরি করতে অনেকেই পারেন। কিন্তু আর কিছু পারেন কি? কিংবা এই বাসি ভাত দিয়ে এমন কিছু তৈরি করতে জানেন যা অনায়াসে অতিথির সামনে পরিবেশন করা যায় আর কেউ বুঝতেই পারবে না যে এটাভাসি ভাত? চলুন, তাহলে জেনে নিন ৫টি অসাধারণ মজার ও একদম সহজ রেসিপি। বাসি ভাত দিয়ে যে কতকিছু করা যায়, সেটা দেখে অবাক না হয়ে পারবেন না।

ভাত ডাল দিয়ে একটি মজার রুটি— ফ্রিজে জমেছে বাসি ভাত আর ডাল? একটি কাজ করুন, এই বাসি ভাত ও ডাল ব্লেন্ডারে দিয়ে ভালো করে পিষে ফেলুন। একদম মসৃণ আর থকথকে একটা পেস্ট হবে। পাতলা হয়ে গেলে ময়দা মিশিয়ে ঘন করুন। এরপর মাঝে দিন পেঁয়াজ, মরিচ কুচি, সামান্য ভাজাজ জিরার গুঁড়ো, অল্প লবণ, ধনিয়া কুচি, চাইলে দিতে পারেন মাংসও। এবার ভালো করে মিশিয়ে নিন। প্যানে অল্প তেল দিয়ে এই মিশ্রণ থেকে প্যানকেক বা দোসার মতো বানিয়ে ভাজুন। প্যানকেনের মতো মোটা বা দোসার মত পাতলা, দুটোই করতে পারেন। এক পাশ সোনালি ও মচমচে হলেউল্টে দিন। পরিবেশন করুন সব সস বা চাটনির সাথে।

রাইস অ্যান্ড চিজ বল— বাসি ভাতকে গরম করে আলো করে চটকে নিন। আপনার পছন্দমত যে কোন মশলা দিন স্বাদের জন্য। ভেতরে চীজের পুর দিয়ে গোল গোল বল তৈরি করুন। এই বল ডিমে ডুবিয়ে বিস্কিটের গুঁড়ায় গড়িয়ে নিন। সোনালি করে ভেজে তুলুন। দারুণ সুস্বাদু স্ন্যাক্স তৈরি।

স্টাফড ক্যাপ্সিকাম কাপ— ভাতকে মাখিয়ে নিন পেঁয়াজ, মরিচ, ধনেপাতা ও আপনার পছন্দের যে কোন মশলা দিয়ে। এবার ক্যাপসিকামকে মাঝ বরাবর কেটে নিন। ভেতর থেকে বীজ বের করে এই ভাটের মিশ্রণ বরুন। ওপরে মোটা করে চীজ ছড়িয়ে দিন, এই কাপগুলো ওভেনে বেক করুন সোনালি হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। আরেকটি অসাধারণ খাবার তৈরি।

রাইস পুডিং উইথ ফ্রুটস— ঘন দুধ নিন। এর মাঝে ভাতগুলো দিয়ে দিন। সাথে চিনি ও ভ্যানিলা দিন। এবার জ্বাল দিতে থাকুন। মাঝে একবার ডাল ঘুটনি দিয়ে ভালো করে ঘুটে দেবেন যেন বাতগুলো আধাভাঙ্গা হয়ে যায়। একদম ঘন হলে নামিয়ে নিন, ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করুন। পরিবেশন করুন আপনার পছন্দের যে কোন ফল ও আইসক্রিমের সাথে।

রাইস অমলেট— তেলের মাঝে অইয়াজ ও মরিচকুচি দিয়ে ভাত দিয়ে দিন। সামান্য ভাজা জিরার গুঁড়ো চাট মশলা, ধনেপাতা দিয়ে ভাজুন। ভাত গরম হয়ে গেলে সমস্ত প্যানে এটাকে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন। এরপর ২/৩ টি ডিম ফেটিয়ে এই ভাটের মিশ্রণের ওপরে ছড়িয়ে দিন। একদমই নাড়বেন না। আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখুন, অমলেট জমতে দিন। কিনারা দিয়ে একটু তেল ঢেলে দেবেন যেন ডিমের তার প্রয়োজনীয় তেল পায়। চাইলে ওভেনেও বেক করতে পারেন। একপাশ হয়ে গেলে সাবধানে উল্টে দিন। দুপাশ রান্না করে গেলে নামিয়ে ফেলুন। একটি সম্পূর্ণ ব্রেক ফাস্ট তৈরি।

যন্ত্রণাদায়ক ফুসকুড়ি হতে রেহাই পেতে যা করবেন

চিকিৎসাবিদ্যায় ফুসকুড়ি বা ফোসকাকে বলা হয় বিষফোড়া), এটি সাধারণত দেহের লোমকূপে হয়ে থাকে। এই সমস্যাটি বিশেষ করে দেহের মুখ, বগল, পিঠ, গাড়, গলা, নিতম্বে হয়ে থাকে। সাধারণত এমন ফুসকুড়ি সাদাও হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে এবং দ্রুত দেহের অন্য স্থানেও ছড়িয়ে যেতে পারে। এই ফোসকাগুলো খুব ব্যথাদায়ক হয় ও বেতরের পুঁজি হয়ে থাকে এবং কয়েকদিন গেলেই এর আকার বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেহে এই ফোসকা বা বিষফোড়ার দেখা দেয় ব্যাকটেরিয়ার কারণে। এছাড়াও ফোসকা হওয়ার আরো কিছু কারণ হল ক্ষতিগ্রস্ত, দুর্বল, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ঘাম গ্রন্থিতে সংক্রামণ, অপরিষ্কার থাকা, দেহে পুষ্টির অভাব, ক্রনিক রোগ। তাছাড়া যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের ফোসকা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রায় সময়ই এই ধরনের ফোসকা সমস্যাগুলো ঘরে বসেই সারিয়ে তোলা হয়। তবে দেহের ভিতরের দিকে যে ফোসকা হয়ে তাকে তা খুব যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে, আর যদি ২ সপ্তাহেওই ফোসকা ভালো নয় ও এর কারণে জ্বর আসে তাহলে ডাক্তারদেখানো উচিত। কিন্তু সাধারণ ফোসকা সমস্যায় জেনে রাখুন কিছু ঘরোয়া সমাধান। পেঁয়াজ--- পেঁয়াজে আছে অ্যান্টিসেপটিক উপাদান যা ত্বকের যে কোনো ইনফেকশন রোধ করতে সহায়তা করে। একটি পোঁয়াজ স্লাইস করে কেটে দিন। স্লাইস করা পেঁয়াজ ফোসকার ওপরে দিয়ে একটি কাপড় দিয়ে চেপে রাখুন। ২ ঘন্টা পর পর পেয়াজের স্লাইস পরিবর্তন করে নতুন স্লাইস দিতে হবে। নিম—নিমে প্রাকৃতিক ভাবেই আছে অ্যান্টিসেপটিক ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান। দেহের ফোসকা সমস্যা রোধ করতে নিম খুব উপকারী। নিম ডাল হতে পাতা নিয়ে পরিষ্কার করে নিন। তারপর পেস্ট করে তাতে সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন. নিমের পেস্টটি ফোসকা আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। ফোসকা দ্রুত সারিয়ে তুলতে প্রতিদিন কয়েকবার এই উপায়টি পালন করুন। আরেকটি সহজ উপায় হল — নিমপাতা জলে দিয়ে তা ফুটিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে আক্রান্ত স্থানে দিনে কয়েকবার এই জল দিয়ে পরিষ্কার করুন।

পরিষ্কার ও ঝলমলে চোখ পেতে যা করবেন

আমাদের দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল চোখ। তাই চোখের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। চোখ আছে বলেই আমরা সুন্দর এই পৃথিবী দেখতে পাই। তাছাড়া দেহের সুস্ততার জন্য চোখের সুস্ততারও প্রয়োজন অছে. আপনি হয়ত খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে চোখে কোনো সমস্যা হলে আমরা কুব দুশ্চিন্তায় ভুগি। চোখে জ্বালা পোড়া হলে, চুলকালে অ্যালার্জি হলে বেশ কিছু সময়ের জন্য ভয় হয় মনে। চোখে বিভিন্ন সময় সমস্যা দেখা দেওয়ার কারণগুলো হল অসুখ বা অন্য দৈহিক সমস্যা, ক্লান্তি, কম ঘুম হওয়া, দীর্ঘ সময় কাজ করা, দীর্ঘক্ষণ ধরে টিভি ল্যাপটপ কম্পিউটার দেখা, দেহে পুষ্টির অভাব, জলশূন্যতা, অত্যধিক মদ্যপান,ধূমপান, এবং দুর্বল লিভার। পরিষ্কার ও ঝলমলে চোখ ও দৃষ্টি পেতে নিজের লাইফস্টাইলে কিছু পরিবর্তন আনুন এবং ঘরেই নিজের চোখের যত্ন নিন। চোখ ম্যাসাজ চোখের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার অন্যতম উপায় হল চোখ ম্যাসাজকরা। ম্যাসাজের মাধ্যমে চোখে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। হাতে সামান্য অলিভ অয়েল ও নারকেল তেল নিয়ে নিন। তারপর হাতের আঙুলের সাহায্যে চোখের চারপাশে ধীরে ধীরে ম্যাসাজ করুন। প্রতিদিন ১ বার চোখে এইভাবে ম্যাসাজ করুন গোলাপ জলক্লান্ত চোখকে মুহূর্তেই সচল করে তুলতে গোলাপ জল খুব উপকারী। গোলাপ জল চোখ ঠান্ডা রাখে, চোখের চারপাশে কালো দাগ ডার্ক সার্কেল রোধ করে এবং চোখের ফোলা ভাব কমই এ দেয়। দুটুকরো কটন বল গোলাপ জলে ভিজিয়ে নিন। শুয়ে পরুন এবং গোলাপ জলে ভেজানো তুলোর টুকরো চোখ বন্ধ করে ওপরে দিয়ে রাখুন। ১০-১৫ মিনিট রেখে চোখ ধুয়ে ফেলুন। যখনই চোখ ক্লান্ত লাগবে তখন এইসহজ কাজটি করতে পারেন। শশাক্লান্ত ও অনুজ্জ্বল চোকের জন্য শশা ভালো। শশার পানীয় উপাদান ক্লান্ত চোখের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে দিতে সহায়তা করে থাকে, চোখের ডার্ক সার্কেল সমস্যা রোধ করে এবং চোখের নিচের ফোলাভাব কমিয়ে দেয়। শশা স্লাইস করে কেটে নিন, তারপর ১৬ মিনিট ফ্রিজে রেখে দিন। শুয়ে পরুন, ঠান্ডা শশা চোখের ওপরে দিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। তারপর জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন। চোখের প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই এই কাজটি করতে পারেন। আপনি চাইলে একই উপায়ে আলু দিয়ে চোখের যত্ন নিতে পারেন।

বুধবার গোটা রাজ্যে পালিত হয় মহাবীর জন্ম জয়ন্তি। ছবি- নিজস্ব।

বিপ্লবী সুশীল কুমার ধাড়া মেমোরিয়াল বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণের রূপায়ন কমিটি গঠন নন্দকুমারে

নন্দকুমার, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরে নিমতৌড়ি স্মৃতি সৌধ সভা কক্ষে বীর বিপ্লবী সুশীল কুমার ধাড়া মেমোরিয়াল বৃদ্ধাশ্রম নির্মানের জন্য রূপায়ন কমিটি গঠিত হল। গত ১লা অক্টোবর বয়স্ক দিবসে পানিশিতি গ্রামে বিপীন বিহারী সাহু এর উত্তরসূরীরা প্রায় ৮০শতক জায়গা বৃদ্ধাশ্রম করার জন্য নিঃসর্তে দান করেছিলেন। জায়গাটির অবস্থান নন্দকুমার থানা এলাকায়। নন্দকুমার থানা এলাকার টিকিরামপুরে গ্রামে জন্মেছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অন্যতম স্থপতি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন সাংসদ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুশীল কুমার ধাড়া। আমৃত্যু তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা তাঁর নামে বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী চিত্তরঞ্জন সামন্ত, শ্রী সাধন প্রামানিক, প্রাক্তন বিধায়ক ব্রহ্মময় নন্দ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সত্য সাহু, ভবেশ চন্দ্র বর্মন ও যোগেশ সামন্তরা রাজ্যের মন্ত্রী, উন্নয়নের দিশারী শ্রী শুভেন্দুবাবুর কাছে এই বৃদ্ধাশ্রম নির্মানের জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করার জন্য দিনক্ষন চাইলে তিনি পরামর্শ দেন 'আপনারা আগে বসে আলোচনা করুন, আমি আছি আপনাদের সাথে'। শুভেন্দুবাবুর পরামর্শের পর শুরু হয় তোড়জোড় অবশেষে গত ইং ০৭/০৪/২০১৯ তারিখ নিমতৌড়ি স্মৃতিসৌধ সভাকক্ষে বৃদ্ধাশ্রম রূপায়ণ বিষয়ক আলোচনা সভার আহ্বান করা হয়। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী চিত্তরঞ্জন সামন্তের সভাপতিত্বে সভায় সুশীলবাবুর জীবনাদর্শ এবং বৃদ্ধাশ্রমের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। প্রাক্তন বিধায়ক ব্রহ্মময় নন্দ, জাতীয় শিক্ষক সাধন চন্দ্র প্রামানিক প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহিষাদল গার্লস কলেজের নারায়ন চন্দ্র মাইতি, বিশিষ্ট ডঃ সত্যরঞ্জন বেরা, গোপাল চন্দ্র মাইতি এদিনের সভায় প্রায় ২৫লক্ষ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। বাস্তুকার তুলসী প্রসাদ অধিকারী বৃদ্ধাশ্রমের বিল্ডিং প্ল্যান ও বাজেট তুলে দেন সভায় উপস্থিত সকলের কাছে। এদিনের সভায় প্রায় ৮২ জন উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধাশ্রম গঠনের জন্য উপস্থিত সবাই সহমত পোষন করেন।

সভায় আলোচনা সাপেক্ষে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় কে প্রধান পরামর্শদাতা করে রূপায়ন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যুক্ত হয়েছেন। একই লক্ষ্য মহৎ উদ্দেশ্যে দান করা এই জায়গায় মহান মানুষের নামে অতিদ্রুত যাতে বৃদ্ধাশ্রম গঠন হয় এবং এই রূপায়ন কর্মকান্ডে সারা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মানুষকে যুক্ত করার পক্ষে আলোচনা হয়।

এদিনের সভায় আহ্বায়ক যোগেশ সামন্ত জানান যে আমি গর্বিত প্রয়াত ডঃ সুশীলবাবুর শেষ জীবনে তার সান্নিধ্যে এসে সমাজসেবার কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম তাঁর ত্যাগ দেশপ্রেম, সমাজগড়ার জন্য বৃদ্ধ বয়সের চেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছিল তাই তাঁর নামে এই বৃদ্ধাশ্রম গঠনের কাজ সু-সম্পন্ন করার জন্য শুভেন্দুবাবুর পরামর্শে গঠিত রূপায়ণ কমিটির কাজ হল অতিদ্রুতার মধ্য দিয়ে রূপায়ণ করাই। এই বৃদ্ধাশ্রমে ১০টি সিট গরীব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ৪টি স্বাধীনতা সংগ্রামী, পেয়িং সিট ৫টি এবং দিব্যাঙ্গদের জন্য ৪টি সিট এবং বৃদ্ধাশ্রম পরিচালন কমিটির হাতে ২টি সিট রাখা হয় এদিনের সভায়।

বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ ছিল নজর কাড়া। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী রনজিৎ বয়াল, শিক্ষাবিদ নির্মল মাইতিরা উপস্থিত না হতে পারলেও তারা শুভেচ্ছা পত্র পাঠিয়ে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। নির্বাচন বিধি থাকার জন্য বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী মহাশয়েরা উপস্থিত থাকতে পারেননি।

মহিলাদের ভোটদানে উৎসাহ দিতে উদ্যোগী কমিশন

বারুইপুর, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এখনও অনেক মহিলারা ভোটদান করেন না। কখনও সুযোগের অভাব তো কখনও বিভিন্ন ধরনের অজুহাতে এখনও মহিলারা ভোট কেন্দ্রে যান না। সমাজের সকল স্তরের মহিলারা যারা ভোটদানে উৎসাহ পান সেই কারণে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছে কমিশন। মহিলাদের ভোট কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যেতে তাই এবার শ্রুতিনাটক, ছোট নাটক, থেকে শুরু করে মহিলাদের বিভিন্ন গহনা তৈরি করে তাদের ভোটদানে উৎসাহিত করছে কমিশন।

দেশের সবথেকে বড় উৎসবে যাতে সমাজের সকল স্তরের সাধারণ মানুষজন অংশগ্রহণ করেন সে সম্পর্কে সচেতন করতে বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর মহকুমা শাসকের উদ্যোগে এরকমই একটি মঞ্চস্থ হল জেলা পরিষদ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।সমাজের নিচু স্তরে বিশেষ করে অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এখনও ভোটদান নিয়ে অনিহা আছে। বিশেষ করে এই সমস্ত স্তরের মহিলারা এখনো অনেকেই ভোটদানে অনিহা প্রকাশ করেন। বাড়ির কাজের ঝি থেকে শুরু করে যৌনপল্লীর মহিলারা ভোটদানে বিরত থাকেন। পাশাপাশি অনেক উচ্চশিক্ষিত মহিলারাও নিজেদের লাইফস্টাইলের কারণে তারা ভোটদানে অনিহা প্রকাশ করেন।

এই সমস্ত মহিলা ভোটারদের ভোটদানে উৎসাহিত করতেই এদিন 'নতুন ভোরের আলো' নামে একটি ছোট নাটকের উপস্থাপনা করে মনশুয়া নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা। বেগমপুর জ্ঞানদা ইন্সটিউশানের পড়ুয়ারা এই নাটকে অংশগ্রহণ করেন। কিভাবে এখনো সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলারা ভোটদান সম্পর্কে সচেতন নয় সেটা নাটকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। পাশাপাশি ভোটদানের প্রয়োজনীয়তা ও ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে মহিলাদের সচেতন করার জন্যও বার্তা দেওয়া হয় এই নাটক থেকে।

এদিন এই নাটক পরিবেশনের পাশাপাশি উপস্থিত সমস্ত মহিলাদের নির্বাচন কমিশনের চিহ্ন সম্বলিত উৎসব কানের দুল, গলার হার ও উপস্থিত সকলকে রিষ্টব্যান্ড পরানো হয়। এই বিষয়ে বারুইপুরের মহকুমা শাসক দেবারতি সরকার বলেন, " লোকসভা নির্বাচন দেশের সবথেকে বড় উৎসব। আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি সমাজের বিশেষ করে নিচু স্তরের মহিলারা ভোটদানে উৎসাহ বোধ করেন না। এবার যাতে সকলেই দেশের সবথেকে বড় উৎসবে অংশগ্রহণ করেন সেই কারণে আমরা বিভিন্নভাবে প্রচার করছি। ভোটদান সম্পর্কে সকলকে উৎসাহিত করছি। সমাজের সকল স্তরের মানুষজন যাতে এবার ভোটে অংশগ্রহন করেন সেটাই নিশ্চিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য"।

মমতার নির্দেশে বিজেপি নেতাদের ফোন ট্যাপ করিয়েছেন রাজীবকুমার: জয়প্রকাশ

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স): কলকাতার পুলিশ কমিশনার হিসেবে অনৈতিক ভাবে বিজেপি নেতাদের ফোন ট্যাপ করেছেন রাজীবকুমার। বুধবার এই অভিযোগ করেন রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি তথা আইনজীবী জয়প্রকাশ মজুমদার। তিনি বলেন, 'রাজীব কুমার অডিও টেপ পেলেন কোথা থেকে। তিনি কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তিনি বিজেপি নেতার ফোন ট্যাপ করিয়েছেন'।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দেন কলকাতার একদা পুলিশ কমিশনার রাজীবকুমার। ওই হলফনামায় সিবিআই, কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তিনি। জয়প্রকাশ মজুমদারের বক্তব্য, রাজীব কুমারের অভিযোগের ভিত্তি হল টেলিফোনে কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং মুকুল রায়ের কথাবার্তার অডিও টেপ। কিন্তু কীভাবে রাজীব কুমার ওই অডিও টেপ পেয়েছেন ? বিজেপির অভিযোগ কলকাতা পুলিশের কমিশনার হিসেবে অনৈতিক ভাবে তিনি বিজেপি নেতাদের টেলিফোন 'ট্যাপ' করিয়েছেন।

ওই হলফনামায় রাজীবকুমার বলেছেন, তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। এর কেন্দ্রে রয়েছে একটি অডিও ক্লিপ। যাকে হাতিয়ার করে নিজেকে ষড়যন্ত্রের শিকার বলে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে ওই হলফনামায় বলেছেন তিনি। রাজীবকুমার বলেছেন ওই অডিও টেপ 'পাবলিক ডমেনে'রয়েছে।

রাজীবকুমারের অভিযোগের ভিত্তিতে জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'রাজীবকুমার সারদা মামলায় মূল অভিযুক্তদের ছেড়ে কুণাল ঘোষকে গ্রেফতার করেছেন। কুণাল বলেছেন, তাকে প্রতিহিংসার বসে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই অফিসারের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ নষ্টের অভিযোগ রয়েছে'। তিনি আরও বলেন, 'কোনও এক ব্যক্তি অন্য কারও সঙ্গে কথা বলছেন। কারও বদনাম করছেন বা সুনাম করছেন। সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সেই বার্তালাপ ট্যাপ করে আদালতে তার উল্লেখ করা হাস্যকর।

দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের মাঝে হাওড়ায় আসছেন রাজনাথ সিং

হাওড়া, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : আগামীকাল বৃহস্পতিবার সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ। রাজ্যে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, রায়গঞ্জ- এই তিন লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হবে। এর মাঝেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বৃহস্পতিবার তিন জায়গায় জনসভা করবেন। হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় আমতা স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে দুপুর ১২টায় বিজেপি প্রার্থী জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে বক্তব্য রাখবেন রাজনাথ। অন্যদিকে, মালদহ উত্তর এবং মালদহ দক্ষিণকেন্দ্রে রাজনাথের সভা হবে। মালদহ উত্তরের চাঁচলের কলমবাগান মাঠে সভা করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এরপর মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থীর জন্য মালদহ শহরেরই ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অথরিটির মাঠে তিনি জনসভা করবেন।

এদিকে দলীয় পতাকা ও ফ্লেক্স লাগানোকে কেন্দ্র করে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মধ্য হাওড়া। বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। দু"পক্ষই পুলিশের কাছে অভিযোগ অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার রাতে। মধ্য হাওড়ার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বৃন্দাবন মল্লিক লেনে দলীয় ফ্লেক্স ও পতাকা লাগাচ্ছিলেন বিজেপি কর্মীরা। হাওড়ার সদর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রন্তিদেব সেনগুপ্তের সমর্থনে তাঁরা ফ্লেক্স লাগাচ্ছিলেন।

বাঁকুড়ায় রোড শো করে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন সিপিএম ও তৃণমূলের প্রার্থীরা

বাঁকুড়া, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন সিপিএম ও তৃণমূলের প্রার্থীরা।বুধবার সকালে সিপিএমের দুই প্রার্থী অমিয় পাত্র বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের জন্য আর সুনীল খাঁ বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দেন।রাজ্যে ক্ষমতা থেকে সরে যাবার পর সিপিএম ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করেছে, জন সমর্থনও তলানিতে।জনমানসে এই ধারনা দূর করতে আজ বড়সড় মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সিপিএম প্রার্থী দ্বয়।স্কুলডাঙায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল কলেজ মোড় মাচানতলা হয়ে জেলা শাসকের দফতরে হাজির হয়।মিছিলে দুই প্রার্থী অমিয় পাত্র ও সুনীল খাঁ ছাড়াও সিপিএমের জেলা সম্পাদক অজিত পতি, শিক্ষক নেতা আশিস পান্ডে সহ গণসংগঠনের কর্মীদের দেখা মেলে মিছিলে। অপরদিকে রোড শো করে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন তৃণমূলের দুই প্রার্থী সুব্রত মুখার্জি ও শ্যামল সাঁতরা।

এদিন বেলা ১২টা টায় লালবাজার হিন্দু স্কুল মাঠথেকে রোড শো শুরু হয়।তৃণমূলের যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রোড শো এর প্রধান মুখ।দুই প্রার্থী ছাড়াও জেলা পরিষদের মেন্টর অরূপ চক্রবর্তী, জেলা সভাপতি অরূপ খাঁ ছিলেন হুড খোলা গাড়িতে অভিষেকের সঙ্গী।রাস্তার দুপাশে অপেক্ষা রত মানুষদের কাছে হাতজোড়া করে কখনও বা হাত নাড়েন জনতার উদ্দেশ্যে।কিন্তু রোড শোতে আশানুরূপ ভীড় না হওয়ায় জেলা নেতৃত্ব থেকে সাধারন কর্মীরা হতাশ।বিগত জানুয়ারি মাসে অভিষেক বন্দোপাধ্যায় রোড শো করেন।সে সময় যে জন সমাগম বা উচ্ছাস ছিল সে তুলনায় আজকের রোড শো অনেকটাই ম্রিয়মাণ।শহরের বেশ কিছু পরিচিত কর্মীদের এদিন দেখা মেলেনি।

রোড শো জেলা শাসকের কার্যালয়ের আগেই শেষ হয়।অভিষেক বাবু সাংবাদিকদের বলেন মানুষ তৃণমূলের পাশে রয়েছে।বাঁকুড়ার দুটি আসনেই আমরা ভালো ফল করবো।অভিষেকের আগমন ও রোড শো র জন্য ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।লালবাজার মোড় থেকে মাচানতলা পর্যন্ত পুরো রাস্তা যানচলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।যার ফলস্বরূপ নাজেহাল হতে হয় জনসাধারণ থেকে স্কুল পড়ুয়ারা।রাস্তার দু'পাশে মোটা দড়ি ফেলে রাখা হয় নিরাপত্তার জন্য।রোড শো শেষে তা দীর্ঘ ক্ষন পড়ে থাকায় পথচারী, সাইকেল আরোহীরা দুর্ঘটনায় পড়েন।সবচেয়ে দৃষ্টি কটু লেগেছে ওই দড়ি বিধায়ক তহবিলের টাকায় প্রদত্ত এম্বুলেন্সে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হওয়ায়।যা দেখে বহু মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন কিন্তু অভিযোগ বা প্রতিবাদ করার সাহস দেখান নি।

অরুণ জেটলির সাহায্যের বদলে নীতিশ সরকারের পতন চেয়েছিলেন লালু : বিস্ফোরক সুশীল মোদী

পটনা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : বুধবার আরজেডি (রাষ্ট্রীয় জনতা দল)-র প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী। তিনি দাবি করেছেন, পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় অরুণ জেটলি তাঁকে সাহায্যের জন্য রাজি হয়েছেন কিনা তা জানতে চেয়েছিলেন আরজেডির চেয়ারম্যান। এমনকি বদলে নীতিশ সরকারের পতনও চেয়েছিলেন লালুপ্রসাদ যাদব, এমন মন্তব্যই করলেন সুশীল মোদী। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টে গত ১০ এপ্রিল প্রধান বিচারপ্রতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ কয়েক কোটি টাকার পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় আরজেডি প্রধান ও বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। এদিন পটনায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে লালুপ্রসাদের বিরুদ্ধে এমনই মন্তব্য করে বিজেপি নেতা ও বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী বলেছেন,

ধ্রু'ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে লালুপ্রসাদ যাদবের পক্ষে রায় হয়েছিল যে, পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলা সহ অন্যান্য মামলায় শুনানির প্রয়োজন নেই। সিবিআই এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায়। সিবিআই যখন সর্বোচ্চ আদালতে গিয়েছিল, তখন প্রেম গুপ্তা নামে এক ব্যক্তি মারফত অরুণ জেটলির কাছে নিজের বার্তা পাঠান লালুপ্রসাদ। তিনি জানিয়েছিলেন, এই মামলায় সিবিআই যাতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ না হয়। এ বিষয়ে সাহায্য পেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিতিশ কুমারের আরোগ্য করে দেওয়ার কথাও ছিল তাঁর বার্তায়। পরে লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর বার্তাবাহক প্রেম গুপ্তা দুজনেই অরুণ জেটলির সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং বিহারে নীতিশ কুমার সরকারের পতনের প্রস্তাব দেন। এরপর অরুণ জেটলি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সিবিআইয়ের মতো একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।ধ্রু' দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে টিকিট বিতরণ পরিচালনা করার অভিযোগও আনা হয়েছে। এদিন সুশীল মোদী আরও বলেন, ধ্রু'জেল থাকা অবস্থাতেও বিহারের রাজনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন লালুপ্রসাদ যাদব। হাসপাতালে (হেফাজতে থাকাকালীন) থেকেও দলের কার্যকলাপ সবকিছু পরিচালনা করেন তিনি।ধ্রু'

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে লালুপ্রসাদ যাদব বিহারের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে যার সঙ্গে সরকারি তহবিল তছরুপের বিষয়টিও জড়িত। ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত দেওঘর, দুমকা এবং চাইবাসার দুটি সরকারি তহবিল থেকে অর্থ তছরুপের জন্য তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমানে দোরান্দা ট্রেজারি সম্পর্কিত আরেকটি পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় বিচার চলছে তাঁর এবং একইসঙ্গে গত কয়েক মাস ধরে রাঁচির রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্সেস (আরআইএমএস) - এ চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

খালেদার প্যারোলে মুক্তি নিয়ে রাজনীতিতে নতুন "সমীকরণ"

ঢাকা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : বিএনপি চেয়ারপারসন ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তি নিয়ে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কয়েকদিন ধরেই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতিতে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেই খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় বিএনপি শিবির এক করুণ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিএনপির নির্বাচিত ছয় সাংসদের বৈঠক। এই ছয় সাংসদের মধ্যে একমাত্র মির্জা ফখরুল ছাড়া বাকি পাঁচজন বিএনপি রাজনীতিতে অপরিচিত মুখ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বিএনপির এই পাঁচ সাংসদ সংসদে যেতে আগ্রহী। সংসদে যোগ দেওয়ার শেষ সময় চলতি মাসের ৩০ তারিখ। এখানে স্বাভাবিকভাবে সংসদে যোগদান ও খালেদার প্যারোলে মুক্তি নিয়ে বিদেশ যাওয়ার 'একটি সমীকরণ' তৈরি হয়ে গিয়েছে।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির তড়িঘড়ি মন্তব্য করেছেন, খালেদা জিয়া প্যারোলে মুক্তি নিয়ে বিদেশে যাওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত দেননি। দলেও এ বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। নেত্রীকে নিয়ে ভিত্তিহীন খবর ছড়ানো হচ্ছে। এর আগে ফখরুল বলেছিলেন, প্যারোলে মুক্তির বিষয়টি একান্তভাবেই নেত্রী ও তাঁর পরিবারের বিষয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলেছেন, খালেদা জিয়া প্যারোলে মুক্তি নিয়ে বিদেশে গেলে তাঁর এবং বিএনপির রাজনীতির এখানেই সমাপ্তি ঘটবে বলে তারা মনে করেন। বিশ্লেষকরা বলেন, বিএনপিকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো অবস্থান খালেদা জিয়া প্যারোলে গেলে থাকবে না। দুটি দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত খালেদা জিয়া গত পয়লা এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। ওইদিন দুপুরে খালেদা জিয়াকে পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। বিএনপি নেত্রীর বিরুদ্ধে প্রায় তিন ডজন মামলা আছে। তবে বেশির ভাগ মামলায় তাঁর জামিন পাওয়া আছে। খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য গত পয়লা এপ্রিল যখন তাঁকে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, তার দুদিন পরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সাংবাদিকদের বলেছিলেন, বিএনপি নেত্রীর পক্ষ থেকে আবেদন করা হলে তাঁর প্যারোলে মুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। এরই মাঝে দুদিন আগে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের নেতৃত্বে দলটির কয়েকজন নেতা হাসপাতালে গিয়ে খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করেছেন। ফখরুল বলেছেন, তাদের সাথে সাক্ষাতের সময়ও খালেদা জিয়া প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে কোনও আলোচনা করেননি। এরপরও এ নিয়ে বাইরে আলোচনা তাদেরকে বিব্রত করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ফখরুল বলেন, ধ্রু'প্যারোলে মুক্তির খবরের ভিত্তি কী আমরা জানি না।ধ্রু' তবে বিএনপির কোনও কোনও নেতার মত, সরকারের দিক থেকে এমন বিষয়গুলো ছড়ানো হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ মমতা ও তৃণমূলের পাশেই রয়েছে, বিজেপিকে কটাক্ষ করে দাবি ডেরেকের

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): ভোটের আবহে আরও চরমে উঠল রাজনৈতিক পারদউ বুধবার বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের দুই নেতা, যথাক্রমে ডেরেক ও'ব্রায়েন ও মদন মিত্রউ গেরুয়া শিবির দাবি করছে পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনের মধ্যে ৩০টি আসনে জিতবে বিজেপি। সেই প্রসঙ্গে বিজেপিকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও''ব্রায়েন বলেন, "বিজেপি তো এটাও দাবি করছে ৪২টি আসনের মধ্যে ৫০টি আসনে জোটবে তাঁরা। তাঁদের স্বপ্ন দেখতে দিন। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের পাশেই রয়েছে। ২৩ মে আমরা দেখব তাঁরা কোথায় লুকোয়।"

অন্যদিকে, এদিন একইভাবে বিজেপিকে আক্রমণ করেন তৃণমূলের আর এক নেতা মদন মিত্রউ এদিন তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী হয়তো বিজেপির পাশে আছে, কিন্তু বাংলার জনগণ মমতার পাশে আসছে।

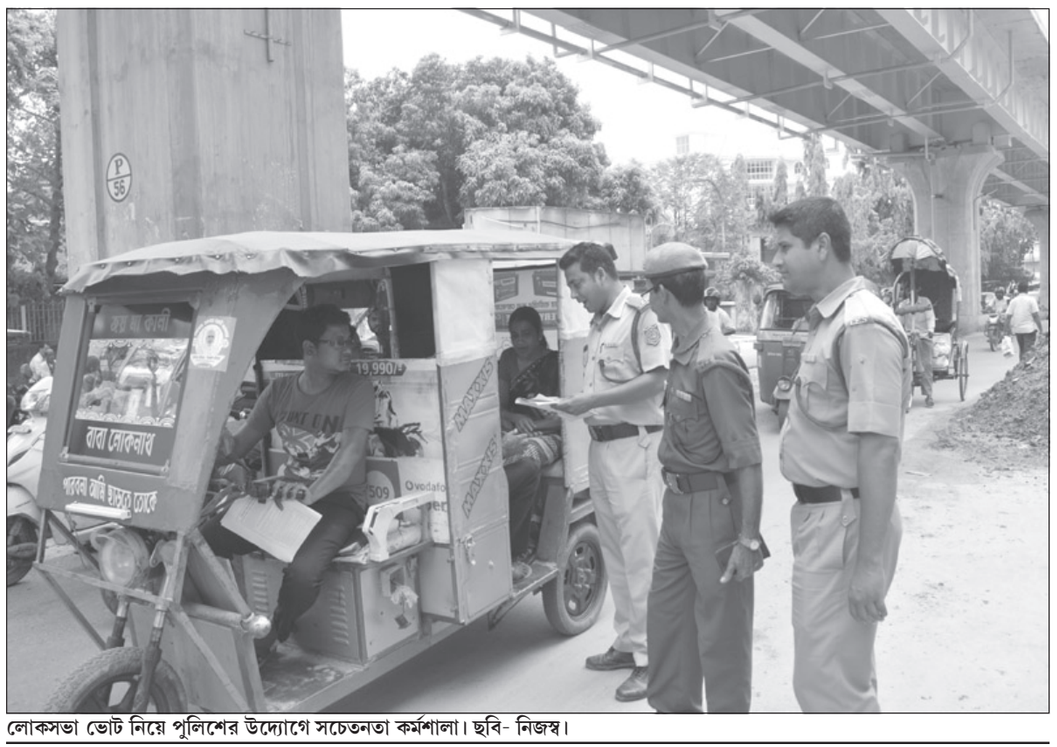

লোকসভা ভোট নিয়ে পুলিশের উদ্যোগে সচেতনতা কর্মশালা। ছবি- নিজস্ব।

প্রবীণদের জন্য অত্যাধুনিক পার্ক তৈরী করতে চায় কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): প্রবীণ নাগরিকদের জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গায় আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন পার্ক তৈরী করার পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা পুরসভা উ "পুরপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য উদ্যান তৈরির প্রস্তাবনা আসছে। তবে জায়গার সীমাবদ্ধতা একটি বড় সমস্যা। যেখানে পার্ক বানানোর সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেখানে আমরা উদ্যান তৈরির পরিকল্পনা করছি" উ বুধবার এমনটাই জানালেন পার্ক ও উদ্যান বিভাগের এক আধিকারিক উ ইতিমধ্যেই ৭ নং ওয়ার্ডের নিবেদিতা পার্কটি সমস্ত সুবিধা সম্পন্ন ভাবে তৈরী হয়ে গেছে উ সেখানে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সকালে ও সন্ধ্যায় হাঁটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও জগিংয়ের জন্য যা দরকার সব সুবিধাই স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ৬৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে ম্যাডক্স স্কোয়ারেও প্রবীণ নাগরিকদের সুবিধার জন্য আকুপাংচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কসবায় ১০৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ইন্দু পার্কটিকে বয়স্ক নাগরিকদের সকালে এবং সন্ধ্যায় হাঁটার জন্য সংস্কার করা হচ্ছে। ১০৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ১২ নং বরোর চেয়ারম্যান সুশান্ত কুমার ঘোষ বলেন, ড্র'এই ওয়ার্ড-এ ১০টিরও বেশি বাচ্চাদের পার্ক রয়েছে, প্রবীণ নাগরিকরা তাদের জন্য কিছু পৃথক সুবিধা নিয়ে একটি পার্ক চায়। যাতে হাঁটার জন্য খোলা জায়গা ছাড়াও, আড্ডা পরিবেশ সহ আরামদায়ক ব্যবস্থা ব্যবস্থাও থাকবে"উ

এই অত্যাধুনিক পার্কগুলিতে দাবা, লুডোর মত ইনডোর গেম সুবিধাগুলিও থাকবে। পার্কের ভেতর একটি জলাশয়ও পুনর্নির্মাণ করে ঝরনা নির্মান করার কাজ চলছে। এর পাশাপাশি একটি পার্কের ভিতর লাইব্রেরি তৈরী করার পরিকল্পনাও নিয়েছে পুরভবন।

চাইল কমিশন

● প্রথম পাতার পর

মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক এবং পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসারের জবাব চেয়েছে কমিশন। সূত্রের খবর, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ৮০০ বুথে ফুটেজ পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। কমিশনের জবাব তলবের বিষয়টি মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক শ্রীরাম তরুণীকান্তি অস্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, যে সমস্ত বুথে ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ জমা পড়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নোটিশ কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

পত্রের দামের ফারাকে ব্যয় সীমা অতিক্রম হতে পারে। তাঁর কথায়, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন ব্যয়সীমা অতিক্রমের নোটিশ অনেক প্রার্থীই পেয়ে থাকেন।

পাঁচ দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

এর রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার রাতে ফের দুষ্কৃতিরা ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করছিল। তবে পুলিশের তৎপরতায় জনমনে কিছুটা ভয় কেঁটেছে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে। তিনি জানান, ত্রিপুরায় গত ১১ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত দুইজন পাচারকারীকে বিএসএফ জওয়ানরা আটক করেছেন। তাদের সাথে ১৬টি গবাদি পশু যার বাজার মূল্য ১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, ৪৬.৯ কেজি গাঁজা যার বাজার মূল্য ২ লক্ষ ৩২৪ হাজার ৫০০ টাকা এবং ২৫৮৪ কেজি চা যার বাজার মূল্য ৪ লক্ষ ১১ হাজার ৯০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে মাদকমুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গিকার নিয়েছে বিএসএফ।

সহজ নয়

● প্রথম পাতার পর

সেই কংগ্রেস ত্রিপুরায় কি মেরুদন্ড সোজা করে আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে? ত্রিপুরায় সিপিএম বিরোধীতার মধ্যে দিয়েই জেগে উঠে কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেস যদি সিপিএমের সংগে দোস্তি করে তখন মানুষ কোথায় দাঁড়াবে? শত শত কংগ্রেস কর্মীর রক্তে এরাজ্য ভেসেছে। আজ বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা লৌহ পুরুষ সমীর রঞ্জন বর্মন কংগ্রেসের পক্ষে ভোট প্রচার করছেন। আজ রাজ্যের মানুষ প্রশ্ন করবে না সিপিএম সম্পর্কে কংগ্রেসের অবস্থান কি? কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সিপিএমের সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির সখ্যতা আছে। কংগ্রেস করার অপরাধে বাম আমলে যারা বঞ্চিত হয়েছে, রাজ্য ছাড়া হয়েছে, খুন হয়েছে, তাদের স্বপ্ন চুরমার হয়েছে, সেই বামেদের সঙ্গে গোপন অভিসার রাজ্যের মানুষ বুঝে ফেলেছে। ত্রিপুরার ভোটে ব্যাপক হারে রিগিং চালু করেছিল কংগ্রেসই। সন্তোষ মোহনের সৈনাপত্যে ত্রিপুরায় যে ক্লেদাক্ত ইতিহাস রচিত হয়েছিল তা কি মুছে ফেলা সম্ভব? সন্তোষ মোহনের চেলা হিসেবে যারা দু'হাতে টাকা লুটেছেন আজও তারাই সেই মহিমাতেই বিরাজমান। সুবিধাভোগীরা যুগে যুগেই আভির্ভূত হন। সন্তোষ মোহনের সেই মন্ত্র শিষ্যরাই তো এখনও সগর্ভে বিচরণ করছেন। ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে সুযোগ সুবিধা নিংড়ে নিচ্ছেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভাগ্য নির্ধারণ

আটের পাতার পর

তাঁদের মধ্যে নানা কারণ চারজনের মনোনয়ন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। এছাড়া ছয়জন তাঁদের প্রার্থিত্ব নিজেরাই প্রত্যাহার করেছিলেন। এদিকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মুকেশ সাহুর কাছে জানা গেছে, দ্বিতীয় দফার নির্বাচন অবাধ করতে পাঁচটি কেন্দ্রে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সব কেন্দ্রের উদ্দেশে নিরাপত্তাকর্মীদের পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, ভোট পর্ব ওয়েব কাস্টিং ব্যবস্থার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই ব্যবস্থায় মুখ্য নির্বাচনি কার্যালয়ে বসে সরাসরি ভোট গ্রহণ পর্ব দেখা যাবে। তাছাড়া জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের কার্যালয়েও এই ব্যবস্থায় ভোটগ্রহণের যাবতীয় পর্ব দেখা যাবে বলে জানান তিনি।

সুনীল দেওধরের

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি কখনই তিপ্রাল্যান্ডের দাবিকে সমর্থন করবে না। রাজ্যভাগ বিজেপি হতে দেবে না। তাঁর কথায়, আইপিএফটি লোকসভা নির্বাচনের পর চাইলে সরকার থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। তারা তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে অনঢ় থাকবে তাতে বিজেপির কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, জোটে থেকে এই দাবি থেকে সরে আসতে হবে আইপিএফটির।

এদিন, সুনীল দেওধরের কথায় স্পষ্ট, তিপ্রাল্যান্ডের দাবি আইপিএফটির বাড়াবাড়িতে জোট শরিক বিজেপি ভিষণ অসন্তুষ্ট। তাই, তাদের জোট ভেঙ্গে দিতেও বলছেন বিজেপি ত্রিপুরা প্রভারী সুনীল দেওধর।

পুনিত রস্তোগি

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা পূর্ব আসনে লোকসভা নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব এখন পুনিত রস্তোগিকে পালন করতে হবে।

৪০ ছাড়িয়ে

● প্রথম পাতার পর

সময় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন মৃত্যু হয়েছে কিশোর-কিশোরী-সহ ৩ জনেরউ শাজাপুরে ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছেউ রতলাম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিতসিং বাকলিওয়ার জানিয়েছেন, রতলাম জেলায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে ১৩ বছর বয়সি একটি নাবালিকা এবং ২৫ বছর বয়সি যুবকেরউ আরও একটি শিশুকন্যা আহত হয়েছেউ মধ্যপ্রদেশের সেহারে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, আলিরাজপুরে ১৮ বছর বয়সি এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে, ছিন্দওয়ারায় ১৯ বছর বয়সি এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে, আবার রাজগড় জেলার পাদানা গ্রামে ৬৫ বছর বয়সি এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছেউ প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ।

গুজরাট : গুজরাটের বিভিন্ন প্রান্তে অসময়ের ঝড়-বৃষ্টিতে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছেউ মঙ্গলবার বিকেলের পর থেকে উত্তর গুজরাট এবং সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি ও ধুলো ঝড়ে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছেউ রাজ্য সরকারের ডিরেক্টর (ত্রাণ) জি বি মঙ্গলপারা জানিয়েছেন, 'গুজরাটের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছেউ বজ্রাঘাত এবং গাছ ভেঙে পড়ার কারণে অধিকাংশ মানুষের মৃত্যু হয়েছে উত্তর গুজরাটে।

রাজস্থান : প্রবল ধুলো ঝড় এবং বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল মরুরাজ্য রাজস্থানের বিভিন্ন প্রান্তউ প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজস্থানে অকালেই প্রাণ হারালেন অন্ততপক্ষে ১০ জনউ রাজস্থানের ত্রাণ সচিব আশুতোষ এ টি পেডনেকার জানিয়েছেন, ধুলো ঝড় ও বৃষ্টির দাপটে রাজস্থানের ঝালাওয়ারে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, জয়পুরে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, বারান এবং উদয়পুরে একজন করে প্রাণ হারিয়েছেনউ রাজস্থান প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছেউ রাজস্থানে ঝড়-বৃষ্টিতে আরও ৩-৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছেউ তবে, সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা ১০।

প্রশাসন সূত্রের খবর, দমকা হাওয়া ও প্রবল বৃষ্টির দাপটে মঙ্গলবার বিপর্যস্ত হয় রাজস্থানের বিভিন্ন জেলার জনজীবনউ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উপড়ে পড়ে প্রচুর গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটিউ রাজস্থানের ঝালওয়ারে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে দু'টি শিশুর, এছাড়াও দেওয়াল চাপা পড়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছেউ উদয়পুরে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে একজনেরউ জয়পুরে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজন ব্যক্তিরউ এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘন্টা মরুরাজ্যের আবহাওয়া এমনই থাকবেউ

মহারাষ্ট্র : মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলায় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল ৩ জনেরউ এই নিয়ে বিগত ৪ দিনে মহারাষ্ট্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৭উ বুধবার নাসিক জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবারের ঝড়-বৃষ্টির সময় সাতানায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে ৭১ বছর বয়সি এক বৃদ্ধার, ডিন্ডোরিতে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে ৩২ বছর বয়সি এক যুবকেরউ এছাড়াও দেভলাতে মন্দিরের একজন পুরোহিত অকালেই প্রাণ হারিয়েছেনউ এখানেই শেষ নয়, বজ্রাঘাতে নাসিক জেলায় ন'টি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছেউ প্রশাসন সূত্রের খবর, মালেগাঁও, সাতানা, সিন্নার, নিফাদ এবং নাসিক তেহসিলে প্রবল বৃষ্টিতে ২১টিরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেউ কালেক্টরের অফিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৃতদের পরিবারকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য করা হবেউ প্রসঙ্গত, এর আগে গত রবিবার রাতে নাসিক জেলায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছিল ৪ জনেরউ

পঞ্জাব : মঙ্গলবার রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে পঞ্জাবে মৃত্যু হয়েছে দু'জনেরউ মৃতদের নাম হল, বিজয় কুমার (৪৩) এবং মুক্তসারউ পঞ্জাবের ফজিলকায় ঝড়-বৃষ্টির সময় বাড়ির বাইরে থাকায় গাছ ভেঙে পড়ায় মৃত্যু হয়েছে পেশায় শ্রমিক বিজয় কুমারেরউ অন্যদিকে, আবোহার-এ দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে পেশায় চালক মুক্তসার-এরউ ঝড়-বৃষ্টির দাপটে উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসম ও মণিপুরেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছেউ প্রবল বেগে ঝড়-বৃষ্টিতে মধ্য অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত রাঙলুতে মহিলা-সহ তিন জন আহত হয়েছেন। আহতদের নাম মুসলিম আলি, মুজামুল আলি এবং মমিনা খাতুন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও)-এর পক্ষ থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, 'মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট এবং মণিপুর-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঝড়-বৃষ্টিতে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রীউ দুর্গতদের সহায়তা প্রদানের জন্য সম্ভাব্য চেষ্টা করছে সরকারউ' পিএমও দফতর-এর পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতদের পরিবারপিছু প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রীউ পাশাপাশি আহতদের পরিবারপিছু ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছেউ প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি দুঃখপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডাউ শোকবার্তায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যে অসময়ের বৃষ্টি ও ঝড়ের তাণ্ডবে প্রাণহানির ঘটনায় ব্যহিতউ সম্ভাব্য সাহায্য প্রদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারউ' কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা জানিয়েছেন, 'দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অসময়ের ঝড়-বৃষ্টিতে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখিত।

দিলীপ

আটের পাতার পর

আজ দিলীপ ঘোষ বলেন, 'রাজ্যে বিজেপির হাওয়া এতটাই প্রবল যে উনি আর ইস্যু খুঁজে পাচ্ছেন না। ওনার সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। হেরে যাওয়ার ভয়ে এখন আরএসএসকে অকারণে টেনে আনছেন'।

ভোটগ্রহণ

আটের পাতার পর

হল-বুলধানা, আকোলা, অমরাবতী, হিঙ্গোলি, নান্দেদ, পরভণী, বীড, ওসমানাবাদ, লাতুর এবং সোলাপুরউ

মণিপুর : দ্বিতীয় দফায় আভ্যন্তরীণ মণিপুর লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবেউ

ওড়িশা : দ্বিতীয় দফায় ওড়িশার বারগড়, সুন্দেরগড়, বোলাঙ্গির, কান্ধামাল এবং আসকা, এই পাঁচটি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ হবেউ

পুদুচেরি : দ্বিতীয় দফায় পুদুচেরি লোকসভা আসনেও ভোটগ্রহণ হবেউ

তামিলনাড়ু : দ্বিতীয় দফায় তামিলনাড়ুর মোট ৩৮টি আসনে ভোটগ্রহণ হবেউ এই আসনগুলি হল-কাঞ্চিপুরম, আরাক্কোনাম, কৃষ্ণাগিরি, ধরমপুরী, তিরুভান্নামালাই, আরানি, ভিলুপ্পুরম, কাল্লাকুরিচি, সালেম, নামাক্কাল, এরোডে, তিরুপ্পুর, নীলগিরি, কোয়েম্বাটুর, পোল্লাচি, ডিন্ডিগুল, কারুর, তিরুচিরাপল্লি, পেরামবালুর, কোড্ডালোর, চিদম্বরম, মায়িলাদুথুরাই, নাগাপট্টিনাম, থাঞ্জাভুর, শিবগঙ্গা, মাদুরাই, থেনি, ভিরুধুনগর, রমন্তপুরম, তুতিকোরিন, তেনকাসি, তিরুনেলভেলি এবং কণ্যাকুমারীউ

উত্তর প্রদেশ : দ্বিতীয় দফায় উত্তর প্রদেশে আটটি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ হবেউ এই আটটি সংসদীয় আসন হল-নাগিনা, আমরোহা, বুলন্দশহর, আলিগড়, হাথরাস, মথুরা, আগ্রা এবং ফতেহপুর সিক্রিউ

পশ্চিমবঙ্গ : লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ এবং দার্জিলিং-এই তিনটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবেউ উল্লেখ্য, উনিশের লোকসভা নির্বাচন এবার সাত দফায় সম্পন্ন হবেউ যে সাতটি দফায় ভোট হবে তার মধ্যে প্রথম দফার ভোট সম্পন্ন হয়েছে গত ১১ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফার ভোট শুরু হয়েছে ১৮ এপ্রিলউ এরপর তৃতীয় দফার ভোট ২৩ এপ্রিল, চতুর্থ দফার ভোট ২৯ এপ্রিল, পঞ্চম দফার ভোট ৬ মে, ষষ্ঠ দফার ভোট ১২ মে এবং সপ্তম তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ হবে ২৯ মেউ ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ মেউ

জন সদস্যের

তিনের পাতার পর

গুরুতর আহত অবস্থায় ৮ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ তাঁদের মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, বাকি ৪ জন মহারাজা অগারসেন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিতাধীন।

গুগল

তিনের পাতার পর

রাজনীতিবিদ সমালোচনা করে বলেন যে এর বিষয়বস্তু অনুপযুক্ত। অ্যাপ বিশ্লেষক সংস্থা সেন্সর টাওয়ার জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারিতে ভারতে ২৪০ মিলিয়ন বার ডাউনলোড করা হয়েছে এই অ্যাপ।

জানিয়েছে

তিনের পাতার পর

খ্রস্টান মিশনারিদের অন্তর্ভূক্তরা ইসলামের নামে ধোঁকা দিচ্ছে। পঞ্চগড় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত সম্রাটের সভাপতিত্বে সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন খতমে নবুওয়াত মারকাযের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা মুফতি শুয়াইব ইব্রাহিম, ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়াত মুভমেন্ট বাংলাদেশের আমীর মাহমুদুল হাসান মমতাজীসহ ইসলামি নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলাম সরকারবিরোধী আন্দোলনে নেমে ঢাকায় অবস্থান থেকে ১৩ দফা দাবি ঘোষণা করেছিল। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, সংবিধানে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' পুনঃস্থাপন এবং কোরআন-সুন্নাহবিরোধী সব আইন বাতিল করা; আল্লাহ রাসুল (সা.) ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাস; শাহবাগে মুক্তমনা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী স্বঘোষিত নাস্তিক-মুরতাদ এবং প্রিয় নবী (সা.)-এর শানে জঘন্য কুৎসা রটনাকারী ব্লগার ও ইসলামবিদ্বেষীদের সব অপপ্রচার বন্ধসহ কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা; ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতার নামে সব বেহায়াপনা, অনাচার, ব্যভিচার, প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, মোমবাতি প্রজ্বালনসহ সব বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা; ইসলামবিরোধী নারীনীতি, ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাতিল করে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা; সরকারিভাবে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা এবং তাদের প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রমূলক সব অপতৎপরতা বন্ধ করা; মসজিদের নগরী ঢাকাকে মূর্তির নগরে রূপান্তর এবং দেশব্যাপী রাস্তার মোড়ে ও কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন বন্ধ করা; জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সব মসজিদে মুসল্লিদের নির্বিঘ্নে নামাজ আদায়ে বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং ওয়াজ-নসিহত ও ধর্মীয় কার্যকলাপে বাধাদান বন্ধ করা; রেডিও-টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে দাঁড়ি-টুপি ও ইসলামি কৃষ্টি-কালচার নিয়ে হাসিঠাট্টা এবং নাটক-সিনেমায় নেতিবাচক চরিত্রে ধর্মীয় লেবাস-পোশাক পরিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মনে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব সৃষ্টির অপপ্রয়াস বন্ধ করা; পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী ইসলামবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত এনজিও এবং খ্রিস্টান মিশনারিগুলোর ধর্মান্তকরণসহ সব অপতৎপরতা বন্ধ করা; রাসুলপ্রেমিক প্রতিবাদী আলেম- ওলামা, মাদ্রাসার ছাত্র ও তৌহিদি জনতার ওপর হামলা, দমন-পীড়ন, নির্বিচার গুলিবর্ষণ এবং গণহত্যা বন্ধ করা; সারা দেশের কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক, ওলামা-মাশায়েখ ও মসজিদের ইমাম-খতিবকে হুমকি-ধমকি, ভয়ভীতি দানসহ তাদের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র বন্ধ করা এবং অবিলম্বে গ্রেপ্তারকৃত সব আলেম-ওলামা, মাদ্রাসাছাত্র ও তৌহিদি জনতাকে মুক্তিদান, দায়ের করা সব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং আহত ও নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণসহ দুষ্কৃতকারীদের বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দান।

ফিরদৌস দেশ ছাড়ায় মাথায় হাত পরিচালক নির্মল চক্রবর্তীর

কলকাতা,১৭ এপ্রিল(হি.স.) : তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে বাংলাদেশের অভিনেতা ফিরদৌস প্রচার করায় দেশ ছাড়তে হলো অভিনেতাকে উ এর ফলে চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়েছেন পরিচালক নির্মল চক্রবর্তী উ নির্মল চক্রবর্তী পরিচালিত "দত্তা" ছবিতে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর বিপরীতে ছিলেন ফিরদৌস উ অভিনেতা দেশ ছাড়ায় মাথায় হাত পরিচালকের উ

এই প্রসঙ্গে পরিচালক নির্মল চক্রবর্তী বলেন, ' ফিরদৌসের ঘটনাটা একেবারেই অজানা। 'দত্তা' ছবির প্রথম দফার শুটিংয়ের পরই আমরা তাঁকে ছেড়ে দিই উ তবে, এর কমটা যে হবে তা একেবারেই ভাবতে পারিনি'।

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর প্রযোজনা সংস্থা "ভাবনা আজ ও কাল"-এর নিবেদনে তৈরি হচ্ছে পরিচালক নির্মলের 'দত্তা'। সম্প্রতি বোলপুরে শুরু হয় ছবির শুটিং।সেখানে ছিলেন ফিরদৌসও। ছবিতে ঋতুপর্ণা ফিরদৌস আহমেদ ছাড়াও রয়েছেন, জয় সেনগুপ্ত এবং বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস অবলম্বনে 'দত্তা' ছবিটি তৈরী করছেন পরিচালক নির্মল চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত, ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার। রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কানহাইয়ালাল আগারওয়ালের হয়ে প্রচার করতে দেখা যায় ফিরদৌসকে। এতে বিজেপির অভিযোগ, উনি এভাবে প্রচার করতে পারেন না কারণ উনি বিদেশি নাগরিক। এবং ওয়ার্কিং ভিসা নিয়ে এদেশে এসেছেন। সেখানে প্রচারের কাজ করবে এমন কিছু লেখা নেই। এরপর তাঁর ভিসা বাতিল করা হয়। পাশাপাশি তাঁকে ব্ল্যাক লিস্টও করা হয়। ফলে নতুন করে ভিসা এখনই পাবেন না অভিনেতা। এমনকী আর কখনও পাবেন কি না তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।এরফলে গতকাল মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ফরেনার্স বিভাগের নির্দেশে ভারত ছাড়তে হয়েছে অভিনেতাকে।গোটা বিষয়টি নির্বাচন কমিশন খতিয়ে দেখে।

দিল্লি থেকে গ্রেফতার এক মাদক পাচারকারী

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে, বুধবার দিল্লির আম্বেদকর নগরে। পুলিশের তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

বুধবার সকালে দিল্লী পুলিশ আম্বেদকর নগরে টহল দেওয়ার সময় একটি স্কুটারকে আটকায়। সেই স্কুটারের তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ গাঁজা উদ্ধার করে। মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতারও করে পুলিশ। ধৃত মাদক পাচারকারীর নাম মনু। তার বয়স ৩৩। মনু নয়াদিল্লির মাদানগিরির বাসিন্দা বলে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সুপার(দক্ষিণ) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, আম্বেদকর নগর থেকে প্রায় দুই কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। আর এই তল্লাশির ফলেই গাঁজা উদ্ধার করলো পুলিশ।

ভেলোর লোকসভার ভোটগ্রহণ বাতিল নির্দেশের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ এআইএডিএমকে

চেন্নাই, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : তামিলনাড়ুর ভেলোর লোকসভার ভোটগ্রহণ বাতিল করায় এবার আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে রাজ্যের শাসক দল এআইএডিএমকে। মঙ্গলবার কমিশনের সুপারিশে ভোটগ্রহণ বাতিলে সম্মতি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। মঙ্গলবারই তা জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের এই নির্দেশের পরই আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে এআইএডিএমকে। বুধবার মাদ্রাজ হাইকোর্টে কমিশনের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল জানাবেন ভেলোর কেন্দ্রের এআইএডিএমকে প্রার্থী এসি শানমুগাম।

লোকসভা নির্বাচনে প্রয়াত জয়ললিতার দল এআইএডিএমকের সঙ্গে জোট বেঁধেছে বিজেপি। এদিকে ডিএমকের কোষাধ্যক্ষ দুরাই মুরুগানের বাড়ি ও তাঁদের মালিকানায় থাকা কিংসটন মেডিকেল কলেজ থেকে বিপুল পরিমাণে নগদ টাকা সম্প্রতি উদ্ধার করেছে আয়কর দফতর। যার কারণে বাতিল হয়েছে ভেলোর কেন্দ্রের ভোট। এই পরিস্থিতিতে ওই কেন্দ্রে ভোট চেয়ে পালটা চাপের কৌশল নিয়েছে প্রতিপক্ষ এআইএডিএমকে। কমিশনের দাবি, টাকাগুলো ভাগ ভাগ করে প্যাকেটবন্দি ছিল। মিলেছে বেশ কিছু নথিও। আয়কর দফতরের জিজ্ঞাসাবাদের পর সামগ্রিক মুরুগান জানাতে পারেননি ওই টাকা কোথা থেকে এল। কমিশন মনে করছে ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যেই ওই টাকা রাখা হয়েছিল। তাই নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ করে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই ভোট বাতিল করা উচিত বলে মনে করে কমিশন।

নির্বাচন কমিশন ভেলোরে ভোট বাতিলের সুপারিশের কথা জানায় রাষ্ট্রপতিকে। তাতেই মঙ্গলবার সিলমোহর দিয়েছেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। ফলে আপাতত ওই কেন্দ্রে ভোটদান স্থগিত রাখা হয়েছে। যদিও কমিশনের এই পদক্ষেপকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি ডিএমকে প্রদান এম কে স্ট্যালিন। কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

বালুরঘাটে বিরোধীদের কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ

বালুরঘাট, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : বালুরঘাট শহরে রাতের অন্ধকারে বিরোধীদের কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে বাম-বিজেপি। ঘটনায় দুপক্ষই নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে।

অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে শহরের ২৫, ২০, ১৪, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে বামেদের ফ্লেক্স-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির একটি নির্বাচনী কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন এলাকায় বিরোধীদের দলীয় পতাকা উধাও হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার সভার ডাক দিয়েছে বামেরা। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইকো পার্কে আক্রান্ত শিক্ষিকা ও তাঁর স্বামী

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স) : খাবারের বিল নিয়ে বচসার জেরে ইকো পার্কের একটি কাফেতে আক্রান্ত হলেন এক শিক্ষিকা ও তাঁর স্বামী। ইকো পার্কের ম্যানেজার ও কাফের ইনচার্জের কাছে বিষয়টি জানতে চেয়েছে হিডকো ও রাজ্য নগরোন্নয়ন দফতর। রেস্তোরাঁর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বুধবার হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন জানান, জলের দাম নিয়ে একটা বচসা হয়েছে। পুলিশ খতিয়ে দেখছে। হিডকোও বিষয়টি দেখছে।

শিক্ষিকার অভিযোগ, বিলে গরমিল মনে হওয়ায় রেস্তোরাঁর কাউন্টারে প্রশ্ন করেন তাঁরা। তখনই তাঁদের হুমকি ও মারধর করা হয়। গালিগালাজ ও ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন শিক্ষিকার স্বামীও। তাঁকে জলে ফেলে দেওয়ারও চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। রেস্তোরাঁয় উপস্থিত অন্যান্যদের সাহায্যে কোনওরকমে রক্ষা পান তাঁরা। অভিযোগ উঠেছে কাফের কর্মীদের বিরুদ্ধে। পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে সোনারপুরের দম্পতিকে। লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় নিউটাউন থানায়।

খেলা

চেন্নাইকে দ্বিতীয় হারের স্বাদ দিয়ে জয়ে ফিরলো হায়দ্রাবাদ

নয়াদিল্লি ।। এবারের আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসকে দ্বিতীয় হারের স্বাদ দিয়ে জয়ে ফিরলো সানরাইর্জাস হায়দ্রাবাদ। চলমান আসরের ৩৩তম ম্যাচে ৬ উইকেটের জয়ে টানা তিন ম্যাচ হারের পর উল্লাসে মাতলেন কেন উইলিয়ামসনরা।

রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করা চেন্নাই নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩২ রান করে। জবাবে ৪ উইকেট হারিয়ে ও ১৯ বল বাকি থাকতে ১৩৭ করে জয়ের বন্দরে পা দেয় স্বাগতিকেরা। ১৩৩ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ৫.৪ ওভারে ৬৬ রান করে জয়ের ভীত গড়ে দেন হায়দ্রাবাদের দুই ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার ও জনি বেয়ারস্টো। দীপক চাহারের বলে আউট হওয়ার আগে ওয়ার্নার ২৫ বলে ১০টি চারে ৫০ করেন। এরপর দ্রুত অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন ও বিজয় শংকর ইমরান তাহিরের বলে বিদায় নেন। তবে জনি বেয়ারস্টোর ৪৪ বলে ৬১ রানের অপরাজিত ইনিংসে জয় পেতে সমস্যা হয়নি হায়দ্রাবাদের। চেন্নাই বোলারদের মধ্যে তাহির দু'টি এবং চাহার ও করন শর্মা একটি করে উইকেট দখল করেন। টসে জিতে এর আগে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালোই করে চেন্নাই। শেন ওয়াটসন ও ফাফ ডু প্লেসিস ওপেনিং জুটিতে ৯.৫ ওভারে ৭৯ রান তোলেন। তবে এই জুটির পর তাদের ইনিংসে ধস নামে। পরের ২২ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ব্যাকফুটে চলে যায় তারা।

সফরকারীদের ইনিংসে আর কোনো উইকেট না পড়লেও রানের গতি বাড়েনি। রশিদ খান, বিজয় শংকর ও খলিল আহমেদদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৩২ করতে পারে চেন্নাই। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩১ বলে ৪৫ রান করেন ডু প্লেসিস। আর ওয়াটসনের ব্যাট থেকে আসে ৩১ রান।

হায়দ্রাবাদ বোলারদের মধ্যে রশিদ দুটি এবং শংকর, খলিল ও নাদিম একটি করে উইকেট পান।

হায়দ্রাবাদের ডেভিড ওয়ার্নার ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হয়েছেন।

মাহেন্দ্র সিং ধোনির ইনজুরিতে এ ম্যাচে চেন্নাইর দলনেতা ছিলেন সুরেশ রায়না। আর তার অধীনে আসরে দ্বিতীয় হার দেখলো হলুদ জার্সিধারীরা। কিন্তু হারলেও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষেই রয়েছে তারা।

অন্যদিকে আট ম্যাচের মধ্যে ৪র্থ জয়ে পঞ্চম হায়দ্রাবাদ।

লিগে এই নিয়ে টানা তিন ম্যাচ জয়শূন্য রইলো পিএসজি

লন্ডন ।। গত ৭ এপ্রিল স্ট্রাসবুরের বিপক্ষে শিরোপা নিশ্চিত করার প্রথম সুযোগ পেয়েছিল পিএসজি। কিন্তু ঘরের মাঠে সেই ম্যাচে পয়েন্ট হারিয়ে বসে দলটি। পরের রাউন্ডে গত রোববার লিলের মাঠে ড্র করলেই চলতো; সেবার হেরেই বসে টমাস টুখেলের শিষ্যরা। তিন দিন পর এবার নঁতের মাঠেও হারল তারা।

চোটের কারণে নেইমার ও এদিনসন কাভানি দীর্ঘদিন ধরে মাঠের বাইরে আছেন। লিলের বিপক্ষে দলের পারফরম্যান্সের কড়া সমালোচনা করা আক্রমণভাগের আরেক তারকা কিলিয়ান এমবাপেকেও বিশ্রাম দেন কোচ।

শিরোপার হাতছানিতে ম্যাচের শুরুটা অবশ্য ভালোই হয়েছিল পিএসজির। ১৯তম মিনিটে সতীর্থের পাস পেয়ে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত শটে দূরের পোস্ট দিয়ে বল ঠিকানায় পাঠান ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার দানি আলভেস। এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ অবশ্য স্থায়ী হয়নি শিরোপাধারীদের। তিন মিনিট পর সতীর্থের ডি-বক্সে বাড়ানো ক্রসে হেডে সমতা টানেন নঁতের ডিফেন্ডার দিয়েগো কার্লোস। আর বিরতির আগে ঘানার ফরোয়ার্ড আব্দুল মাজিদ কাছ থেকে বল জালে পাঠালে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা।

দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে আবারও গোল খেয়ে বসে গত পাঁচ মৌসুমে চারবার লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলটি। কাছ থেকে বাঁ পায়ের শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান সেন্টার-ব্যাক কার্লোস।

৮৯তম মিনিটে ব্যবধান কমিয়ে লড়াইয়ের সম্ভাবনা জাগান ২০ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড মেতেহান গুকলু। তবে শেষ পর্যন্ত হার এড়াতে পারেনি তারা। এবারের লিগে এটি তাদের তৃতীয় পরাজয়।

৩২ ম্যাচে ২৬ জয় ও তিন ড্রয়ে ৮১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে পিএসজি। ১৭ পয়েন্ট কম নিয়ে তারপরেই আছে লিল।

আত্মতুষ্টিতে না ভুগে পারফরম্যান্সে উন্নতি চান মেসি

লন্ডন ।। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচের শুরুতে বার্সেলোনার রক্ষণ ছিল নড়বড়ে। সেই সুযোগে বেশ কয়েকবার তাদের সীমানায় ভীতি ছড়ায় ইংলিশ ক্লাবটি। জয়ের ধারা ধরে রাখতে সতীর্থদের এসব ভুল শুধরে পারফরম্যান্সে উন্নতির তাগিদ দিলেন ম্যাচটিতে জোড়া গোল করা বার্সেলোনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি।

কাম্প নউয়ে মঙ্গলবার কোয়ার্টার-ফাইনালের ফিরতি পর্বে ৩-০ গোলে জিতে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে শেষ চারের টিকেট পায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। গত বুধবার প্রথম লেগে ১-০ গোলে জিতেছিল তারা।

শুরুতে বার্সেলোনার রক্ষণে প্রবল চাপ তৈরি করে ইউনাইটেড। মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের শট ক্রসবারে বাধা না পেলে প্রথম মিনিটেই পিছিয়ে পড়তো স্বাগতিকরা। চতুর্থ মিনিটে আবারও রক্ষণের দুর্বলতায় ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন জেসি লিনগার্ড, শেষ মুহূর্তে বল বিপদমুক্ত করেন গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে স্টের স্টেগেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতো আসরে এমন নড়বড়ে শুরু প্রত্যাশিত নয় বলে জানান মেসি।

"এটা দুর্দান্ত একটা জয়, দল হিসেবে আমরা কেমন তা এটা দেখিয়েছে।

প্রথম পাঁচ মিনিটে আমরা একটু নার্ভাস ছিলাম।"

"চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোনো ম্যাচে আমরা এভাবে শুরু করতে পারি না। গত মৌসুমে রোমার কাছে হারের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আপনি নিজের জীবনকে কঠিন করে তুলতে পারেন না কারণ একটা মাত্র ভুল এবং আপনি ছিটকে যাবেন। আমাদের তা নিয়ে সচেতন হতে হবে।"

ম্যাচের ষোড়শ মিনিটে বাঁ পায়ের ট্রেডমার্ক শটে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন মেসি। চার মিনিট বাদে গোলরক্ষক দাভিদ দে হেয়ার অবিশ্বাস্য ভুলে বার্সেলোনা অধিনায়কের ডান পায়ের দুর্বল শট জালে জড়ায়। চলতি মৌসুমে সব মিলিয়ে আর্জেন্টাইন তারকার গোল এখন ৪৫টি।

বিরতির পর তৃতীয় গোলটি করেন ফিলিপে কৌতিনিয়ো। চলতি মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নক আউট পর্বে নিজেদের চার ম্যাচের তিনটিতেই জাল অক্ষত রেখেছে বার্সেলোনা। সতীর্থদের এই সাফল্যের প্রশংসাও করেন মেসি।

"আমরা আরও বেশি শক্ত হয়েছি, মৌসুম জুড়ে রক্ষণ নিয়ে আমরা কিছুটা ভুগছিলাম। কিন্তু পুরো দল দারুণ চেষ্টা করেছে আর তা প্রতিপক্ষের জন্য আক্রমণ করাটাকে আরও কঠিন করে তুলেছে।"

"টানা তিন বছর আমরা সেমি-ফাইনালে উঠতে পারিনি। কিন্তু আমাদের কোনো নেতিবাচক অনুভূতি নেই। সেমি-ফাইনালে পৌঁছাতে পেরে আমরা খুশি কিন্তু অবশ্যই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।" ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে বার্সেলোনা খেলবে আরেক কোয়ার্টার-ফাইনালে লিভারপুল ও পোর্তোর মধ্যে বিজয়ীদের বিপক্ষে।

ইউভেন্তুসকে হারিয়ে শেষ চারে আয়াক্স

লন্ডন ।। প্রথম লেগে আয়াক্সের মাঠে ড্র করতে ঘাম ছুটে গিয়েছিল ইউভেন্তুসের। তবে নিজেদের আঙিনায় ফিরে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর গোলে সেমি-ফাইনালের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল দলটি। কিন্তু দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ানো আয়াক্সের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি মাস্সিমিলিয়ানো আল্লেগ্রির শিষ্যরা। ইউভেন্তুসকে তাদের মাঠে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা চারে উঠেছে নেদারল্যান্ডসের দলটি।

ইউভেন্তুস স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে কোয়ার্টার-ফাইনালের ফিরতি লেগে ২-১ গোলে জিতে আয়াক্স। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ অগ্রগামিতায় ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমের পর এই প্রথম সেরা চারে জায়গা করে নিল দলটি।

দারুণ এই জয়ে ব্যর্থতার এক বৃত্ত থেকেও বেরিয়ে এলো আয়াক্স। আগের দশ দেখায় ইতালির দলটিকে কখনও হারাতে পারেনি তারা। ইয়োহান ক্রুইফ অ্যারেনায় দুই দলের প্রথম লেগের ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়েছিল। ২১তম মিনিটে দনি ফন দে বেকের শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে গেলে আয়াক্সের ভালো একটি সুযোগ নষ্ট হয়। পরের মিনিটে পাওলো দিবালার ভলি গোলরক্ষক ফেরালে এগিয়ে যাওয়া হয়নি ইউভেন্তুসেরও।

ছয় মিনিট পর রোনালদোর গোলে এগিয়ে যায় ১৯৯৫-৯৬ মৌসুমে সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা ইউভেন্তুস। মিরালেম পিয়ানিচের কর্নারে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের হেড এক ড্রপ খেয়ে জালে জড়ায়। ডি-বক্সের মধ্যে আয়াক্সের এক খেলোয়াড় পড়ে যাওয়ায় রেফারি ভিএআর প্রযুক্তির সাহায্য নিলেও সিদ্ধান্ত বদলায়নি। প্রতিযোগিতায় টানা তৃতীয় ম্যাচে জালের দেখা পেলেন রোনালদো। আসরে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের এটি ষষ্ঠ গোল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসের রেকর্ড গোলদাতার মোট গোল হলো ১২৬টি।

৩৪তম মিনিটে ইউভেন্তুসের স্বস্তি কেড়ে নেয় নেদারল্যান্ডসের দলটি। ডি-বক্সের বাইরে থেকে হাকিমের জোরালো শট ডিফেন্ডারদের গায়ে লেগে পেয়ে যান ফন দে বেক; ঠাণ্ডা মাথায় লক্ষ্যভেদ করেন ২১ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। আবারও ভিএআরের সাহায্য নেন রেফারি কিন্তু গোলের সিদ্ধান্ত অটুট থাকায় দুই লেগ মিলিয়ে ২-২ সমতা ফেরে।

দ্বিতীয়ার্ধে একের পর এক আক্রমণে ইউভেন্তুসকে কোণঠাসা করে রাখে আয়াক্স। ৫২তম মিনিটে সতীর্থের ছোট পাস ধরে হাকিমের নেওয়া জোরালো শট ফেরান ভয়চেখ স্ট্যাসনি। পাঁচ মিনিট পর ফন দে বেকের শট বাঁক খেয়ে দূরের পোস্ট দিয়ে ঢোকার আগ মুহূর্তে ফিস্ট করে আবারও ইউভেন্তুসের ত্রাতা পোল্যান্ডের এই গোলরক্ষক।

৬১তম মিনিটে রোনালদোর তৈরি করে দেওয়া সুযোগ ময়জে কেন লক্ষে রাখতে ব্যর্থ হন। এরপর দুইবার বেঁচে যায় ইউভেন্তুস। তেদিচের বাড়ানো ক্রস হাকিমের কাছে পৌঁছানোর আগে বিপদমুক্ত করেন পিয়ানিচ। ৬৫তম মিনিটে ডি-বক্সের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে সুযোগ নষ্ট করেন ডি ইয়ং।

ইউভেন্তুসের রক্ষণে চাপ ধরে রেখে ৬৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় ১৯৯৪-৯৫ মৌসুমের সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা আয়াক্স। সতীর্থের কর্নার থেকে হেডে জাল খুঁজে নেন মাতাইস দি লিট। বাকিটা সময়ে কঠিন হয়ে যাওয়া সমীকরণ আর মেলাতে পারেনি ইউভেন্তুস।

দিনের অন্য খেলায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ৩-০ গোলে হারানো বার্সেলোনা ৪-০ গোলের অগ্রগামিতায় সেমি-ফাইনালে গেছে।

অবিশ্বাস্য অর্জনে উচ্ছ্বসিত আয়াক্স অধিনায়ক

ইউভেন্তুসকে হারিয়ে ২২ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে পৌঁছানোকে নিজেদের 'অবিশ্বাস্য অর্জন' হিসেবে দেখছেন আয়াক্স অধিনায়ক মাতাইস দি লিট।ইউভেন্তুস স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার কোয়ার্টার-ফাইনালের ফিরতি লেগে ২-১ গোলে জিতে আয়াক্স। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ অগ্রগামিতায় ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমের পর প্রথমবার সেরা চারে জায়গা করে নেয় দলটি। ইয়োহান ক্রুইফ অ্যারেনায় দুই দলের প্রথম লেগের ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়েছিল।চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে তিনটি বাছাইপর্ব পেরিয়ে এসে সেমি-ফাইনালে ওঠার কীর্তি গড়েছে আয়াক্স।ম্যাচের ২৮তম মিনিটে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর হেডে এগিয়ে যায় স্বাগতিক ইউভেন্তুস। ছয় মিনিট পরই সমতা ফেরান ফন দে বেক। বিরতির পর কর্নার থেকে হেডে জাল খুঁজে নেন ১৯ বছর বয়সী অধিনায়ক দি লিট। অসাধারণ এই সাফল্যে ভীষণ খুশি তিনি।

"এই মুহূর্তে আমাদের অনুভূতিটা কেমন তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমরা যা অর্জন করলাম তা অবিশ্বাস্য। আমরা নেদারল্যান্ডসের একটা দল এবং বিশ্বকে দেখালাম যে আমরা কী করতে পারি।"

"রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে আমরা তা দেখিয়েছিলাম, বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে (গ্রুপ পর্বে) দেখিয়েছি এবং এখন ইউভেন্তুসের বিপক্ষে আমরা তা দেখালাম।"

"কিন্তু আমরা কখনোই আত্মতৃপ্ত নই এবং আগামী ম্যাচও গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যাক কী হয়।"ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে চারবারের ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন আয়াক্স খেলবে কোয়ার্টার-ফাইনালে টটেনহ্যাম হটস্পার ও ম্যানচেস্টার সিটির মধ্যে বিজয়ীদের বিপক্ষে।

বিশ্বকাপে গেইলদের ব্যাটিং পরামর্শক সারওয়ান

ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সাবেক টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান রামনরেশ সারওয়ানকে ব্যাটিং পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব ফরম্যাট মিলিয়ে প্রায় ১২ হাজার রানের মালিক সারওয়ান এরইমধ্যে উইন্ডিজ দলের অনুশীলন ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন। বিশ্বকাপের আগে ডাবলিনে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে উইন্ডিজ দল।

সারওয়ানকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছেন উইন্ডিজের নতুন কোচ ফ্লয়েড রেইফার। তার মতে সারওয়ানের মতো 'ফিনিশার'র পরামর্শ গেইলদের জন্য বেশ কার্যকর হবে। ব্যাটসম্যানদের রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে উন্নতি আনতেও কাজ করবেন তিনি।৩৮ বছর বয়সী তার ক্রিকেট ক্যারিয়ারে ৮৭টি টেস্ট, ১৮১টি ওয়ানডে ও ১৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

Memorandum

Whereas, the poll in connection with the General Lok Sabha Election 2019, to 2 East Tripura(ST) Parliamentary Constituency has been deferred and that shall be taken on 23rd April, 2019, as per Notification of ECI vide No 464/TP-HP/2019 Dated: 16/04/2019, therefore the earlier order of imposition of 144 Cr.P.C vide No. No. F.XIV (4)/DM/KH/ELEC/2019/1961-70 Dated: 15/04/2019 has been withdrawn from 12 noon on 17/04/2018 until further order.

(P. Chakraborty, IAS)
(District Election Officer)
District Magistrate & Collector
Khowai District: Tripura

ICA/D-055/2019-20

বিজ্ঞপ্তি

বিংশতিতম সর্বভারতীয় গৃহপালিত প্রাণীসুমারী

২০শে এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ভারত সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের যৌথ উদ্যোগে সারা রাজ্যের সমস্ত গ্রাম ও পৌর এলাকায় প্রাণীসুমারীর কাজ শুরু হইবে।

এই প্রথম সুমারীর কাজটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে হবে। তথ্য সংগ্রহকারীরা প্রতিটি বাড়ি, বাণিজ্যিক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানে TAB ব্যবহার করে সুমারী-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন।

তথ্য সংগ্রহকারীদের সঠিক তথ্য প্রদান করে তাদের সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করুন।

এই সুমারীর মাধ্যমে আপনার এলাকার প্রাণীসম্পদ, মাছ চাষ ও কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এই সুমারীর ভিত্তিতেই আপনার এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গড়ে উঠবে।

এই সুমারীতে প্রদত্ত সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপনীয় এবং সুরক্ষিত।

অধিকর্তা
প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-052/2019-20

এক ক্লিকেই সম্পূর্ণ বাংলায় টাটকা খবর, সাথে থাকছে ভিডিও

প্রতিনিয়ত আপডেট পেতে দেখুন

www.jagarantripura.com

যে কোন স্মার্ট ফোনেও ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই ভিডিও সহ খবর পড়তে পারবেন সহজে

CMYK

জাগরণ 18 April, 2019, Thursday আগরতলা ১৮ এপ্রিল, ২০১৯ ইং, ৪ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

৫২তম শহিদান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। খাদ্য আন্দোলনের শহিদ সৌমেন্দ্র সূত্রধরের ৫২তম শহিদান দিবস বুধবার ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। মূল অনুষ্ঠান হয় আগরতলার ছাত্র যুব ভবনে। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও শহিদান দিবসটি পালিত হয়েছে।

ষাটের দশকে কংগ্রেস আমলে রাজ্যে কালো বাজারিদের রমরমা চলছিল। রেশনিং ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ওই সময় রাজ্যে তীব্র খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। রেশনিং ব্যবস্থার উপর মানুষের বেঁচে থাকা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। খাদ্যের দাবিতে ১৯৬৭ সালে কমলপুরে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন তরতাজা যুবক স্কুল পড়ুয়া সৌমেন্দ্র সূত্রধর। এবছর ৫২ বছরে পা দিয়েছে শহিদান দিবস। ছাত্র সংগঠন প্রতিবছর দিবসটি শহিদান দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এবছরও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। এসএফআই'র উদ্যোগে আগরতলায় ছাত্র যুব ভবনে শহিদান দিবস পালনের মধ্য দিয়ে শহিদ সৌমেন্দ্র সূত্রধরের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক বলেন, আজকের দিনেও ত্রিপুরায় গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। রাজ্যে গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ছাত্র যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন এসএফআই'র রাজ্য সম্পাদক।

এসএফআই রাজ্য সম্পাদক আরও বলেন, সৌমেন্দ্র সূত্রধরের প্রতিকৃতিতে শুধু ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেই চলবে না, রাজ্যে গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য জোরদার আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে।

প্রবীণ নাগরিক সংগঠনের সভা ১২ মে

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। প্রবীণ নাগরিক সংগঠনের ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১২ মে বিকাল চারটায় অনুষ্ঠিত হবে। সভার স্থান বিবেকানন্দ মার্কেট, সেন্ট্রাল রোড, আগরতলা সংগঠনের অফিস প্রাঙ্গনে নেতাজী গ্রন্থাগার হলে সম্পন্ন হবে। এই সাধারণ সভায় ২০১৯-২০২০ বছরের নতুন কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হবে। এই সাধারণ সভায় সংগঠনের সকল সদস্যদের উপস্থিত থাকতে এক বিবৃতিতে অনুরোধ জানিয়েছেন সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ দাস।

উত্তরপ্রদেশে বিস্ফোরকসহ গ্রেফতার দুই

বান্দা, ১৭ এপ্রিল(হি.স.) : বহুল পরিমাণে বিস্ফোরক, ডিটোনেটার ও জিলেটিন রডসহ দুজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে, বুধবার উত্তরপ্রদেশের বড়ুয়া শহরের স্বগড় এবং চন্দ্রানাগার গ্রামে। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লাল ভারত কুমার পাল জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে তাঁরা বুধবার উত্তরপ্রদেশের বড়ুয়া শহরের স্বগড় এবং চন্দ্রানাগার গ্রামের দুটি বাড়িতে অভিযান চালায়। তিনি আরও বলেন, সেখান থেকে তাঁরা ২০০ ডিটোনেটার, দুই কুইন্টাল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ১২০০ জিলেটিন রড এবং বিস্ফোরক উদ্ধার করে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুজনকে গ্রেফতারও করা হয়। ধৃতদের নাম, অনুরাগী এবং বিজয় শঙ্কর। এই দুজনেরই বিস্ফোরক মজুত করে রাখার জন্য কোনো লাইসেন্স ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনী সভা করবেন ২৫ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের তিনদারী শহরে। সেই কারণেই পুলিশ উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছে। আর এই তল্লাশি অভিযানের ফলেই বিস্ফোরকসহ জিলেটিন, ডিটোনেটার ও জিলেটিন রড উদ্ধার হয়।

কাঞ্চনপুরে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ভোগান্তির অপর নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৭ এপ্রিল।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরে স্টেট কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা দীর্ঘদিন ধরে পরিষেবা থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন ভোক্তারা। কাঞ্চনপুরের বিভিন্ন প্রান্তের লোকজনরা রেগার মজুরির টাকাও কাঞ্চনপুর স্টেট কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক-এর শাখা থেকেই তোলেন। এছাড়া সামাজিক ভাতা সহ অন্যান্য প্রকল্পের টাকাও ভোক্তারা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক-এর শাখা থেকেই তোলেন। কিন্তু দিনের পর দিন গিয়েও টাকা তোলা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এবিষয়ে জানতে যাওয়া হলে ব্যাঙ্ক -এর ম্যানেজার জানান, গত কয়েকবছর ধরে মাত্র তিন জন কর্মী দিয়ে ব্যাঙ্ক-এর শাখাটি চালানো হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই সময়ের কাজ সময়ে করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছে না। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করে ভোক্তাদের দুর্ভোগ লাঘব করতে জোরালো দাবি উঠেছে।

রাজ্যে কুড়িতম সর্বভারতীয় গৃহপালিত প্রাণীসুমারী ২০শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। আবারও গৃহপালীত প্রাণীসুমারীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সারা দেশের সাথে সাযুজ্য রেখে রাজ্যেও আগামী ২০ এপ্রিল গৃহপালীত প্রাণীসুমারীর কাজ শুরু হবে। কুড়িতম সর্বভারতীয় গৃহপালিত প্রাণীসুমারী কর্মসূচীর অন্তর্গত এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ দীলিপ কুমার চাকমা জানিয়েছেন, আগামী ২০ এপ্রিল থেকে ভারত সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের যৌথ উদ্যোগে সারা রাজ্যের সমস্ত গ্রাম ও পৌর এলাকায় প্রাণীসুমারীর কাজ শুরু হবে। তিনি জানান, এই প্রথম প্রাণীসুমারীর কাজটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে হবে। তথ্য সংগ্রহকারীরা প্রতিটি বাড়ি, বাণিজ্যিক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানে ট্যাব ব্যবহার করে সুমারী-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন।

ডাঃ চাকমা আজ রাজ্যবাসীর কাছে তথ্য সংগ্রহকারীদের সঠিক তথ্য প্রদান করে তাদের সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

জানা গেছে, এই সুমারীর মাধ্যমে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার প্রাণীসম্পদ, মাছ চাষ ও কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। পাশাপাশি এই সুমারীর ভিত্তিতেই বিভিন্ন এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গড়ে তোলা হবে। ডাঃ দীলিপ কুমার চাকমার কথায়, এই সুমারীতে প্রদত্ত সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপনীয় এবং সুরক্ষিত রাখা হবে।

অসমে দ্বিতীয় দফায় পাঁচ আসনে ৫০ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ

গুয়াহাটি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : আগামীকাল ১৮ এপ্রিল সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট। গোটা দেশের ১৩টি রাজ্যের ৯৭টি আসন-সহ অসমের পাঁচটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠেয় আগামীকালের ভোট পর্বের জন্য প্রশাসনিক প্রস্তুতিও চূড়ান্ত। আজ সব কেন্দ্রের ভোটকর্মীরা ভোট সামগ্রী নিয়ে নিজের নিজের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন। ডিফু আসনের অন্তর্গত ডিমা হাসাও জেলার ভোটকর্মীরাও আজ শেষ দফায় তাঁদের গন্তব্যস্থলের জন্য যাত্রা করেছেন। প্রসঙ্গত, গত সোমবার তিনদিন আগে এবং মঙ্গলবার ভোটের দুদিন আগে দুর্গম অঞ্চলের তৈরি ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় যাত্রা করেছিলেন ডিমা হাসাওয়ের ভোটকর্মীরা।

আগামীকাল অসমের পাঁচ কেন্দ্র যথাক্রমে ১ নম্বর করিমগঞ্জ (তফশিলি জাতি সংরক্ষিত), ২ নম্বর শিলচর, হাফলং ও কারবি আংলংকে নিয়ে ৩ নম্বর ডিফু, ৮ নম্বর মঙ্গলদৈ এবং ১০ নম্বর নগাঁওয়ে ভোটগ্রহণ হবে। দ্বিতীয় দফায় পাঁচ আসনের ৮,৯৯২টি ভোটকেন্দ্রে ৬৮,৩৬,৪৯৬ জন ভোটার রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ণয় করবেন ৫০ জন প্রার্থীর। তাঁদের মধ্যে নির্বাচনি ময়দানে রয়েছেন তিন মহিলা এবং ১৯ জন নির্দলীয় প্রার্থী। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য মোট ৬০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিসর্জন শেষ হতেই চরম অবস্থায় রয়েছে হাওড়ার চর। ছবি- নিজস্ব।

পুলিশ সুপারের কাছে স্মরক প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ এপ্রিল।। বুধবার বিকেলে জাম্বুয়া বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার ক্লাবের উদ্যোগে খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তীর নিকট এক স্মরকলিপি প্রদান করেন ক্লাবের সদস্য ও সদস্য এবং গ্রামবাসীরা। ঐক্যবদ্ধভাবে ক্লাব ও এলাকাবাসীরা এদিন বিকেলে এসপি অফিস প্রাঙ্গণে জড়ো হয়। ক্লাবের সদস্য মনোজ দাস জানান, মঙ্গলবার সকালে জাম্বুরা গ্রামে কিছু বাড়ির গেইটে মুরগের গলা কেটে লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং সাথে কাগজে লিখে ছুলিয়া জারি করা হয় ভোট নিয়ে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মূলত এই বিষয়টি দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে পুলিশ প্রশাসন যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয় এবং গ্রামের মানুষ যেন স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারে। ডেপুটেশন প্রদানকালে ক্লাব সম্পাদক, সভাপতি সহ এলাকার বহু গুনি ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যে পালিত মহাবীর জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। বুধবার রাজ্যেও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহাবীর জয়ন্তী পালিত হয়েছে। মহাবীর রিলিজিয়ান ট্রাস্টের উদ্যোগে প্যালেস কম্পাউন্ড কালী বাড়ি রোডে এ উপলক্ষ্যে পূজার্চ্চনার আয়োজন করা হয়। ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রবিছরই বেশ জাকজমকপূর্ণভাবে মহাবীর জয়ন্তী পালন করা হয়। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের জন্ম দিবস শুধু আমাদের দেশ বা রাজ্যের নয় গোটা বিশ্বেই পালিত হচ্ছে।

ভোট পিছিয়ে যাওয়ায় আরোপিত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। পূর্ব আসনে ভোট পিছিয়ে গেছে। তাই মঙ্গলবার রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা ক্ষেত্রে আরোপিত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক জানিয়েছেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা পূর্ব লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের অন্তর্গত উত্তর ত্রিপুরা জেলার ৭টি বিধানসভাক্ষেত্র এলাকায় নির্বাচনপর্ব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য জেলার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে মঙ্গলবার ১৬ এপ্রিল বিকাল ৫টা থেকে আগামী ১৯ এপ্রিল সকাল ৬টা পর্যন্ত যে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিল তা ১৭ই এপ্রিল দুপুর ১২টা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

একই খবর দিয়েছেন খোয়াই জেলার জেলা শাসক পঙ্কজ চক্রবর্তী। তিনি জানান, ভোট পিছিয়ে যাওয়ায় খোয়াই জেলার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের আসপাশ এলাকায় যে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিল তা আজ দুপুর ১২টা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ত্রিপুরা পূর্ব আসনের সমস্ত নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে আজ দুপুরেই ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কমিশনের জনৈক আধিকারীক জানিয়েছেন, ১৪৪ ধারা জারি করা নির্বাচনী প্রক্রিয়ারই একটি অঙ্গ। যেহেতু ভোট পিছিয়ে গেছে, তাই অযথা ১৪৪ ধারা জারি রাখা উচিৎ হবে না। তাই, প্রত্যাহার করা হচ্ছে। যথাসময়ে আবারও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৪৪ ধারা নিজ নিজ এলাকায় জারী করবেন জেলা শাসকরা, জানান তিনি।

আজ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ ১২টি রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছেঊ এবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ দেশের ১২টি রাজ্যে বৃস্পতিবার সকাল সাতটা শুরু হয়ে যাবে লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণঊ দিল্লি দখলের লড়াই ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছেঊ চলতি মাসের ১১ তারিখ দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ১৮টি রাজ্যের মোট ৯১টি লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছেঊ এবার ১৮ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) উনিশের লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শুরু হবেঊ দ্বিতীয় দফায় ১২টি রাজ্যের মোট ৯৫টি আসনে ভোটগ্রহণ হবেঊ দ্বিতীয় দফায় বৃহস্পতিবার যে সমস্ত রাজ্যে ভোটগ্রহণ হবে, সেই সমস্ত রাজ্যগুলি হল-তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, অসম, বিহার, ওডিশা, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর ও মণিপুরঊ দ্বিতীয় দফায় ত্রিপুরা পূর্ব লোকসভা আসনেও ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা ছিলঊ কিন্তু, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে ত্রিপুরা পূর্ব লোকসভা আসনের ভোটগ্রহণ ১৮ এপ্রিলের বদলে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছেঊ আপাতত ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকবে তামিলনাড়ুর ভেলোরেওঊ

দ্বিতীয় দফায় তামিলনাড়ুর ৩৮টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে, কর্ণাটকের ১৪টি আসনে, মহারাষ্ট্রের ১০টি আসনে, উত্তর প্রদেশের ৮টি আসনে, অসমের ৫টি আসনে, বিহারের ৫টি আসনে, ওডিশার ৫টি আসনে, ছত্তিশগড়ের ৩টি আসনে, পশ্চিমবঙ্গের ৩টি আসনে, জম্মু ও কাশ্মীরের দু'টি আসনে, এবং পুদুচেরি ও মণিপুরের একটি করে আসনে ভোটগ্রহণ হবেঊ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটে কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা হল-৪২৭ জনঊ

অসম : দ্বিতীয় দফায় অসমের পাঁচটি আসনে ভোটগ্রহণ হবেঊ পাঁচটি আসন হল-করিমগঞ্জ, সিলচর, স্বশাসিত জেলা, মঙ্গলদোই এবং নগাঁওঊ

বিহার : দ্বিতীয় দফায় বিহারের কিষাণগঞ্জ, কাটিহার, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর এবং বাঙ্কা লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবেঊ

ছত্তিশগড় : দ্বিতীয় দফায় ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁও, মহাসামুন্দ এবং কাঙ্কের লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবেঊ

জম্মু ও কাশ্মীর : জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর এবং উধমপুর এই দু'টি লোকসভা আসনে বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ হবেঊ

কর্ণাটক : দ্বিতীয় দফায় কর্ণাটকের মোট ১৪টি আসনে ভোটগ্রহণ হবেঊ সংসদীয় আসনগুলি হল-উদুপি চিকামগালুর, হাসান, দক্ষিণ কন্নড়, চিত্রদুর্গা, টুমকুর, মাণ্ড্য, মহীশূর, চামরাজানগর, বেঙ্গালুরু গ্রামীণ, বেঙ্গালুরু উত্তর, বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল, বেঙ্গালুরু দক্ষিণ, চিক্কাবল্লাপুর এবং কোলারঊ

মহারাষ্ট্র : দ্বিতীয় দফায় মহারাষ্ট্রের ১০টি আসনে ভোটগ্রহণ হবেঊ লোকসভা আসনগুলি

ছয়ের পাতায় দেখুন

আরএসএস-এর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্টিফিকেটের দরকার নেই : দিলীপ

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): আরএসএস কী ছিল আর কী হয়েছে তা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্টিফিকেট দরকার নেই বলে বুধবার মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'সঙ্ঘ রাজনীতি করে না। আগে প্রশংসা করেছিলেন। এখন নিন্দা করছেন। এতে কারও কিছু আসে যায় না'।

এই রাজ্যে কংগ্রেসকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আরএসএস নির্বাচনে সমর্থন করছে বলে আগেই অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই আক্রমণ আরও জোরালো করলেন মুর্শিদাবাদ জেলার প্রচারে। তৃতীয় দফায় জেলার দুই কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরে ভোটগ্রহণ। তার আগে বুধবার দুই কেন্দ্রে প্রচারে গিয়েই একই সুরে আরএসএসের বিরুদ্ধে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন অধীর চৌধুরির নামোল্লেখ না করে মমতা বলেন, 'আরএসএস ওনার হয়ে কাজ করতে নেমেছে। জঙ্গিপুরে কংগ্রেসের প্রার্থীর হয়ে কাজ করতে নেমেছে'। আগেও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ছেলে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের হয়ে আরএসএস কাজ করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রঘুনাথগঞ্জের মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'আরএসএস ও বিজেপি বহরমপুর, জঙ্গিপুর আসনে কংগ্রেসকে সমর্থন দিচ্ছে'। আরএসএস টাকা ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি আর আরএসএসের চেষ্টার কাছে হার মানবেন না। হিন্দু-মুসলমান ভাগাভাগি করে ভোট হতে দেবেন না'।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত বীরভূম : গুলি চালানোর অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে

দুবরাজপুর ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : রাজনৈতিক সংঘর্ষে আবারও উত্তপ্ত বীরভূম। বিজেপি এবং তৃণমূলের সংঘর্ষ ও একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ বীরভূমের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করছে। এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার মূলে রয়েছে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে দেওয়াল লিখন এবং পতাকা টাঙানোকে কেন্দ্র করে। গতকাল বিজেপির দলীয় পতাকা টাঙ্গানোকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে লোকপুর, ঠিক এদিন সকালেই আবার উত্তপ্ত হয় দুবরাজপুর ব্লকের পদুমা পঞ্চায়েতের বসহরি গ্রাম বিজেপির দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে।

বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ, দুবরাজপুরের পদুমা গ্রাম পঞ্চায়েতে বসহরি গ্রামে বিজেপির দেওয়াল লিখনের সময় বাধা দেয় তৃণমূল কর্মীরা। তারপর অতর্কিতে ৩০ টি মত বাইকে ৫০ জনের মত তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী এসে হামলা চালায়। বিজেপির তরফ থেকে এও অভিযোগ করা হয় যে, বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় শাসকদলের গুন্ডাবাহিনী। ঘটনায় ১৪ জন আহত হয়েছেন, তাদের মধ্যে ৭ জন গুরুতর আহত বলে জানানো হয়েছে বিজেপির তরফ থেকে। গুরুতর আহতদের সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং অল্প বিস্তর আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিজেপি আরও অভিযোগ করে, শাসকদলের ওই গুন্ডাবাহিনী এলাকা জুড়ে ব্যাপক লুটপাট, ভাঙচুর চালায়। গ্রামের লোকরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।হামলার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ব্লক সভাপতি ভোলানাথ মিত্র ঘটনার কথা অস্বীকার করে বলেন, ঙ্ড্র'একটা ঝামেলা হয়েছে শুনেছি। তবে আমাদের ছেলেরা করেনি। কে বা কারা ঝামেলা করেছে সে বলতে পারবো না। আমাদের ছেলেরা ঝামেলা করলে আমরা জানতে পারতাম।ঙ্ড্র'

দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে দুবরাজপুরের পদুমা গ্রাম পঞ্চায়েতের বসহরি গ্রাম উত্তপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই দুবরাজপুর থানার ওসির নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। গ্রামে পুলিশি পিকেট বসানো হয়েছে।

অন্যদিকে, গতকাল রাতে বিজেপি দলীয় পতাকা টাঙানোকে কেন্দ্র করে উত্তাপ ছড়ায় বীরভূমের খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর গ্রামে। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, তাদের দলীয় পতাকা লাগানোর সময় তৃণমূলের কর্মীরা বাধা দেয় এবং তাদের উপর চড়াও হয়ে হামলা চালায়। বাধে দুই পক্ষের হাতাহাতি। ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয় বলে জানায় তারা। অন্যদিকে তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগ, অনুমতি ছাড়া জোড় জবরদস্তি তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে বিজেপির পতাকা টাঙাতে গেলে বাধা দেয় তৃণমূল কর্মীরা। আমাদের দুজন কর্মী পতাকা টাঙাতে বারণ করায় মারধর করে বিজেপির লোকেরা। আহত ওই দুই কর্মীকে আমাদের অন্যান্য কর্মীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তারপর ওই বিজেপি কর্মীরা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ে।

গতকাল লোকপুর গ্রামে দুই পক্ষের হাতাহাতিতে আহত হয় দুই রাজনৈতিক দলের বেশ কয়েকজন সমর্থক ও কর্মী।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।